প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৫ ❖ ৬ - ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্ব রোগী দিবস

১১ ফেব্রুয়ারি

তোমাদের পরম পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও

- লুক ৬: ৩৬

লূর্দের রাণী মা মারীয়া ও আমাদের জীবন

সুস্থতার জন্য শারীরিক চিকিৎসার সাথে দরকার মানবিক ও সার্বিক চিকিৎসা

আমাদের প্রয়াত প্রিয়জনেরা

প্রয়াত লুসী গমেজ
জন্ম: ২৩ নভেম্বর, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
করান, নাগরী

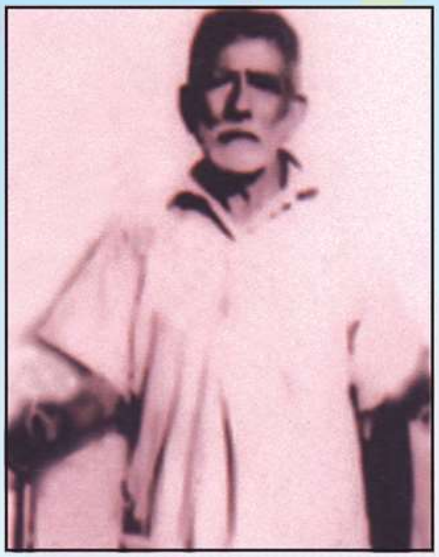

প্রয়াত নিকোলাস গমেজ
জন্ম: ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৯ জানুয়ারি, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
করান, নাগরী

আমাদের প্রয়াত এই প্রিয়জনেরা আমাদের ছেড়ে অনেক বছর আগেই চলে গেছেন। এদের কথা, এদের স্মৃতিগুলো আজও আমরা ভুলতে পারিনা। মানসপটে ভেসে উঠে তাদের মুখখানি। তারা অনেক ভাল মানুষ ছিলেন। তাদের অনেক গুণাগুণ ছিল। তাদের ভালবাসার ডোরে আজও আমরা বাঁধা রয়েছি। আমাদের প্রতি তাদের আশীর্বাদ আজও রয়েছে এবং থাকবে। আমাদের প্রতিদিনের পথচলার পাথেয় হয়ে থাকবে তাদের আশীর্বাদ ও তাদের ভালবাসা। তোমাদের কাউকে আমরা ভুলিনি। তোমরা রয়েছ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে। তোমরা পরম পিতার বাড়ীতে ভাল থেকো আর আমাদের জন্য এভোবেই আশীর্বাদ করো যেন আমরা সব বাধা পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। ঈশ্বর তোমাদের চির শান্তি দান করুক। আমেন।।

তোমাদের আদরের
মেয়ে, মেয়ে জামাই,
নাতনী, নাতনী জামাই
নাতী, নাতী বৌ
পুতি, পুতিন, দুতি
এবং দুতিন।

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম: ২ মার্চ, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ নভেম্বর, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
করান, নাগরী

প্রয়াত দোলা পিউরিফিকেশন
জন্ম: ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১১ অক্টোবর, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
করান, নাগরী

বিজ্ঞ/৩৮/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ০৫
০৬ - ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৩ - ২৯ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

অসুস্থ ও রোগীদের পাশে থাকা

বর্তমান সময়ে সুস্থ থাকতে পারাটা বড় একটি আশীর্বাদ। আমরা যারা সুস্থ ও নীরোগ আছি আমরা কৃতজ্ঞতাভরা অন্তরে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। যারা অসুস্থ ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা প্রত্যাশা করি। আমরা সকলেই সবসময় সুস্থ থাকতে চাই এবং তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করি। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমরা কম-বেশি সকলেই কোন কোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়ি আবার কেউ কেউ রোগী হয়ে যায়। অসুস্থতা এবং রোগীতে পরিণত হওয়া জীবনের এক কঠিন বাস্তবতা। তবে মনে রাখতে হবে, সুস্থতার মতো অসুস্থতাও জীবন-বাস্তবতা। বাস্তবতাকে মোকাবেলা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অসুস্থতার সময় দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত, আত্মকেন্দ্রিক, হতাশ-নিরাশ ও ঈশ্বর বিদ্বেষী না হয়ে তা মোকাবেলা করে সেরে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করি। কোন অভিশাপের কারণে নয় বরং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করার জন্যও কখনো কখনো আমাদের জীবনে অসুস্থতা আসে।

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের মঙ্গলসমাচারগুলোতে বর্ণিত যিশুর বিভিন্ন অলৌকিক কর্ম সম্পাদনে অসুস্থ ও রোগীদের প্রতি যিশুর বিশেষ দরদ ও ভালবাসার প্রমাণ। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত অসুস্থ ও পীড়িত ব্যক্তিরাই যিশুর অলৌলিক কর্মের প্রধান চরিত্র। রোগ সারিয়ে ও পাপ থেকে ক্ষমা করার মধ্যদিয়ে যিশু হয়ে ওঠেন দেহ-মন-আত্মার আরোগ্যদাতা তথা মুক্তিদাতা। যিশুর এই আরোগ্য দানের কাজ মণ্ডলী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর মাতামণ্ডলী ১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব রোগী দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে অসুস্থ-পীড়িতদের প্রতি যিশুর দয়া প্রকাশ করে যাচ্ছে। এ বছর বিশ্ব রোগী দিবসের মূলভাব নির্ধারণ করা হয়েছে: 'তোমাদের পরম পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও' - মথি ৬:৩৬। অসুস্থ ও রোগীদের প্রতি দয়াশীল হবার একটি আহ্বান রাখা হয়েছে সকলের জন্য। তবে সে দয়াটা হতে হবে পরম পিতার দয়ার আদলে যা নিঃশর্ত ও অবিরত। বর্তমানের ক্রান্তিকালে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবীরা যে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। তবে সে সেবাতে দয়া ও ভালবাসা যেন প্রাধান্য পায়। পোপ ফ্রান্সিস এ বছরের রোগী দিবসের তাঁর বাণীতে ব্যক্তিকে দয়াশীল হবার সাথে সাথে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোকে দয়ার নিবাস হয়ে উঠতে বলেছেন। বিশেষভাবে খ্রিস্টান স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো যেন প্রান্তিক ও দরিদ্র অসুস্থ-রোগীদের জন্য আশা ও ভালবাসার চিহ্ন হয়ে ওঠে।

যিশুর পরিত্রাণদায়ী পালকীয় কাজে প্রাধান্য পেয়েছে নিরাময়ের কাজ। সঙ্গত কারণেই মণ্ডলীর পালকীয় কাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাময়ের সেবাকাজটি রাখা দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা দেবার পাশাপাশি রোগীদের বিশেষভাবে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পীড়িতেদের পাশে থেকে যিশুর দয়াময় ভালবাসার কাজ চলমান রাখতে হবে। একই সাথে এমনভাবে সেবা দিতে হবে যাতে করে রোগীরা বুঝতে পারে তারা শুধু সেবা নয় ভালবাসাও পাচ্ছে। আন্তরিক দরদ আর সহমর্মিতার ছোঁয়া মানুষের শারীরিক, মানসিক ব্যথা-বেদনা বা অসুস্থতার উপশম এনে দিতে পারে। তাই রোগী ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রশিক্ষিত চিকিৎসা কর্মীর চিকিৎসা সেবা যতটা দরকার তার থেকেও বেশি দরকার পরিবার-পরিজনদের অসুস্থ রোগীদের পাশে থাকার। রোগী ও অসুস্থদের পাশে থাকার ক্ষেত্রে অনেকেরই অনীহা দেখা যায়। লঘু অসুস্থতার সময় থেকেই রোগীর পাশে থেকে রোগীদেরকে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠতে সাহায্য করি। মনে রাখি রোগীর জন্য শারীরিক ও মানসিক-উভয় সুস্থতাই প্রয়োজন।

অসুস্থতার কারণে রোগীরা স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে যান এবং শারীরিক-মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন। এ সময়ে তারা প্রার্থনা করতে পারলে ভালো। যদি তারা না পারেন তাহলে পরিবারের সদস্য-সদস্যরা তাদের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেও অসুস্থদের সাথে একাত্ম হতে পারেন। নার্স, ডাক্তার ও সেবাকর্মীগণ রোগীর শারীরিক সুস্থতা আনয়নে সহযোগিতা করে যিশুর আরোগ্যদায়ী কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করে বিশেষ আশীর্বাদের পাত্র হন। বাংলাদেশে খ্রিস্টান ডাক্তার ও নার্সগণ তাদের চিকিৎসা সেবার জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত হচ্ছেন। কেননা তারা চিকিৎসা পরিষেবা-কে শুধু পেশা নয় জীবনাহ্বান হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা রোগীকে সেবা করার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টকে সেবা করেন। খ্রিস্টান ডাক্তার, নার্স ও সেবাকর্মীদের মত আমরাও যিশুর নিরাময় কাজে সহযোগী হতে পারি। রোগীদের প্রতি আমাদের ভালবাসাপূর্ণ সদয় আচরণ, সঙ্গ দান, তাদের কষ্টটা অনুভব করার চেষ্টা, একটু ছোঁয়া, একটু হাসি ও কথা বলার মধ্যদিয়েই আমরা অসুস্থ ও রোগীদের পাশে থাকতে পারি। স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত সকলের মঙ্গল কামনা করি। †

দূর থেকে যিশুকে দেখতে পেয়ে সে দৌঁড়ে এসে তাঁর সামনে প্রণিপাত করল। - লুক ৫:৬

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা
ছনি মজেছ রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

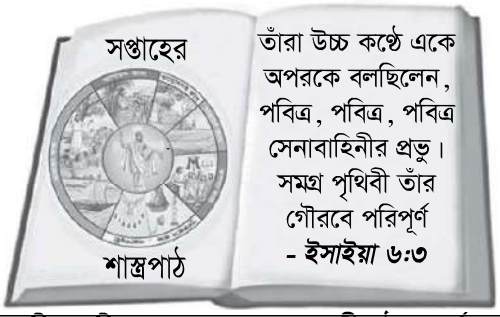

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
৬ - ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
ইসা ৬: ১-৮, সাম ১৩৮: ১-৫, ৮, ১ করি ১৫: ১-১১
(সংক্ষিপ্ত পাঠ ১৫: ১-৮, ১১), লুক ৫: ১-১১

৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
১ রাজা ৮: ১-৭, ৯-১৩, সাম ১৩২: ৬-৯, মার্ক ৬:৫৩-৫৬

৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
১ রাজা ৮: ২২-২৩, ২৭-৩০, সাম ৮৪: ২-৪, ৯-১০, মার্ক ৭: ১-১৩

৯ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
১ রাজা ১০: ১-১০, সাম ৩৭: ৫-৬, ৩০-৩১, ৩৯-৪০,
মার্ক ৭: ১৪-১৫, ১৭-২৩

১০ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধ্বী স্কলাসটিকা, কুমারী, স্মরণদিবস
১ রাজা ১১: ৪-১৩, সাম ১০৬: ৩-৪, ৩৫-৩৭, ৪০, মার্ক ৭: ২৪-৩০
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ করি ৭: ২৫-৩৫, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, লুক ১০: ৩৮-৪২

১১ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
লূর্দের রাণী মারীয়া
১ রাজা ১১: ২৯-৩২; ১২: ১৯, সাম ৮১: ৯-১৪, মার্ক ৭: ৩১-৩৭
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
ইসা ৬৬: ১০-১৪গ, সাম যুদিথ ১৩: ১৮খ-২০, যোহন ২: ১-১১
বিশ্ব রোগী দিবস

১২ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
১ রাজা ১২: ২৬-৩২; ১৩: ৩৩-৩৪, সাম ১০৬: ৬-৭, ১৯-২২, মার্ক ৮: ১-১০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৬২ সিস্টার এম. প্রাক্সেডো আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৬ সিস্টার মারী দে লুর্দস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ মারীয়া কার্ডিনাল সিএসসি
+ ২০০৮ সিস্টার মেরী ডরথী পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৫ ব্রাদার রোমেইন এল. লাফেরিয়ের সিএসসি
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম. বার্ণার্ড এসসিএমএম
+ ১৯৬০ ফাদার স্তেফানো মনফ্রিনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৪ সিস্টার কন্সটান্টিনা কস্তা সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ব্রাদার আলেক্সসান্দ্রো তাক্কা এসএক্স

৯ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৬০ ফাদার আগষ্টিন মাস্কারহেনাস সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ ফাদার আন্তনী ওয়েবার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ মাদার আগ্নেস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার চাইরেরা পিরিচ এসসি (খুলনা)

১১ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৮৫ ফাদার যাকোব দেশাই (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ ভুর্ডি সিএসসি (ঢাকা)

১২ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৯৮ সিস্টার রোদলফা ওরনাগো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৩ ফাদার কার্লো কালাঙ্কি পিমে (দিনাজপুর)

ধারা - ৩

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

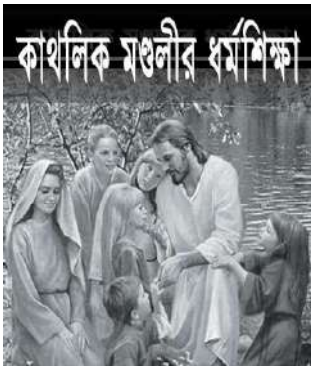

আমার স্মরণে এই অনুষ্ঠান করবে"

১৩৪২: শুরু থেকেই খ্রীষ্টমণ্ডলী যীশুর আদেশের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। জেরুসালেমের মণ্ডলী সম্পর্কে লেখা আছে:

তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষাগ্রহণে, ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনে, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠার সাথে যোগ দিত... তারা প্রতিদিন এক মন হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে যেত, আবার ঘরে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান করত; সানন্দে ও সরল হৃদয় হয়ে এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করত।

১৩৪৩: সর্বোপরি "সপ্তাহের প্রথম দিনে", রবিবার দিন, যীশুর পুনরুত্থানের দিন, খ্রীষ্টভক্তগণ 'রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে মিলিত হত। সে সময় থেকে আজও পর্যন্ত খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুষ্ঠান অব্যাহত রয়েছে যাতে আমরা একই মৌলিক কাঠামো অনুসারে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সর্বত্র তার সাক্ষ্য লাভ করতে পারি। খ্রীষ্টীয় জীবনের কেনস্বরূপ খ্রীষ্টপ্রসাদ অব্যাহত রয়েছে।

১৩৪৪: এভাবে অনুষ্ঠান থেকে অনুষ্ঠানে, "যতদিন না তিনি আসেন," তীর্থযাত্রী ঐশজনগণ যীশুর নিস্তার রহস্য ঘোষণা করে, 'ক্রুশীয় সংকীর্ণ পথ অনুসরণ' ক'রে স্বর্গীয় সেই ভোজসভার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যখন সকল মনোনীতজন স্বর্গরাজ্যের ভোজসভায় বসবে।

॥ঘ॥ খ্রীষ্টপ্রসাদের উপাসনা-অনুষ্ঠান

১৩৪৫: খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে ধর্মশহীদ সাধু জাস্তিনের সাক্ষ্য অনুসারে খ্রীষ্টপ্রসাদীয় অনুষ্ঠারে মৌলিক বিন্যাস আমরা লক্ষ্য করি। এখন পর্যন্ত উপাসনার মহান ঐতিহ্যবাহী পরিবারগুলোর মধ্যে সেই কাঠামো একই রয়ে গেছে। খ্রীষ্টানগণ কি করত, তা বর্ণনা ক'রে, খ্রীষ্টাব্দের দিকে সাধু জাস্তিন পৌত্তলিক রাজা আন্তনিনুস পিউসকে লিখেছেন:

যে দিনকে আমরা রবিবার (সূর্যের দিন) বলি, সেদিন শহরে অথবা গ্রামে লোকেরা একসঙ্গে মিলিত হয়। যতক্ষণ সময় পাওয়া যায় ততক্ষণ প্রেরিতদূতদের স্মৃতিকথা এবং প্রবক্তাদের রচনাবলী পাঠ করা হয়। পাঠক পড়া শেষ করলে অনুষ্ঠান-পরিচালক সমবেত লোকদের উপদেশ দেন এবং পঠিত সুন্দর বিষয়গুলো অনুকরণ করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

তারপর আমরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে নিজেদের জন্য এবং যে যেখানে আছে তাদের সবার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করি, যাতে আমাদের জীবন ও কাজে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়ে এবং আজ্ঞাগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে শাশ্বত পরিত্রাণ লাভ করতে পারি।

প্রার্থনার শেষে শান্তি চুম্বন বিনিময় করি। তারপর একজন রুটি এবং দ্রাক্ষারস-জল মিশ্রিত পাত্র এনে অনুষ্ঠান পরিচালকের হাতে দেয়। তিনি এগুলো নিয়ে পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামের দ্বারা বিশ্বপিতার প্রশংসা-স্তুতি ও গৌরব করেন এবং অনেকক্ষণ যাবৎ কৃতজ্ঞতা জানান (গ্রীক ভাষায় eucharistian) যাতে আমরা এ উপহারগুলোর যোগ্য বিবেচিত হই। প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরে উপস্থিত সকলে একসঙ্গে সরবে উত্তর দেয়: 'আমেন'।

পরিচালকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও জনগণের উত্তর দানের পর, যাদের আমরা ডিকন বলি তারা উপস্থিত সকলের মাঝে 'খ্রীষ্টপ্রসাদীয়' রুটি ও দ্রাক্ষারস ও জল বিতরণ করে এবং অনুপস্থিতদের জন্য নিয়ে যায়।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৩ ফেব্রুয়ারি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ফাদার মুকুল আন্তনী মন্ডল

সাধারণ কালের পঞ্চম রবিবার
গ পূজন বর্ষ

১ম পাঠ : ইসা ৬:১-২, ৩-৮

২য় পাঠ : সামসঙ্গীতঃ ১৩৮

মঙ্গলসমাচার : ১ করি ১৫: ১-১১, লুক ৫:১-১১

আমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থলের স্বরূপ: পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে সংসার এবং সম্পদ অর্জন নিয়ে আমরা যে যতই ব্যস্ত থাকি না কেন আমরা কখনই অস্বীকার করতে পারব না যে, আমার আসল আবাসস্থলটি হল ঈশ্বর প্রভুর স্বর্গ ও সিংহাসন। ঈশ্বর যিনি স্বর্গের সিংহাসনে বসেন, সেখানেই আমাকে একদিন তাঁর সাথে আসন গ্রহণ করবার সুযোগ তিনি আমাদের দিয়েছেন তাঁর পুত্রের মধ্যদিয়ে। ঈশ্বর যিনি সিংহাসনে সমাসীন তাঁর একই আত্মা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। ঈশ্বর চান খ্রিস্টপ্রভুর নেতৃত্বে তাঁর পুত্রের রক্তমূল্যে শুদ্ধ হয়ে আমরাও একদিন ঈশ্বরের সিংহাসনে বসব, কারণ পৌত্রত্বের অধিকার আমাদের দেওয়া হয়েছে। আর সেই জায়গাটি হল পবিত্রতায় জ্বলন্ত এক দীপ্তিময় জায়গা। কাজেই সংসারজীবনে ব্যস্ততা বা সম্পদ আহরণের লোভ যতই আমাকে ঘুম নষ্ট করে, করুক। এসবের মধ্যদিয়েই কখনো ভুলে গেলে চলবে না যে, পবিত্রতায় উজ্জ্বল দীপ্তিময় হওয়া আমার একমাত্র লক্ষ্য এবং দৈনিক জীবনের আহ্বান।

চিরস্থায়ী আবাস এবং বর্তমান আবাসের সাথে পার্থক্য: প্রথম পাঠে প্রবক্তা ইসাইয়ার মধ্যদিয়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, আমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থলটি ঊর্ধ্বে তথা স্বর্গে বিদ্যমান। সেখানে আমাদের পিতা সিংহাসনে সমাসীন। তাঁর বসনে সুদীর্ঘ উজ্জ্বল পবিত্র পোশাক এবং পুরো জায়গা জুড়ে পবিত্রতা এবং উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানকার অবস্থানরতদের উপলব্ধি থেকে তারা চিৎকার করে বলছেন যে, স্বর্গের পিতা ও আবাসস্থলটি পুণ্য পুণ্য পুণ্য এবং পুণ্যতায় ভরপুর আমার পিতা ঈশ্বর। এবং এই পুণ্যতা সারা পৃথিবী জুড়েই দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ আমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থলের দীপ্ততা প্রত্যাশা করে যে, আমাদের বর্তমান পৃথিবীর আবাসস্থলটিও এভাবে দীপ্যমান হতে হবে।

প্রবক্তা ইসাইয়া আমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন, কারণ তিনি পার্থক্য দেখতে পান আমাদের বর্তমান আবাসস্থলের সাথে। তিনি আমাদের আবাসস্থলের যে পার্থক্য দেখেন, তা দেখে তিনি বলে উঠেন যে, আমার সর্বনাশ হল, আমার আর রক্ষা নেই, অশুচি মানুষ আমি, আবার বাস করি অশুচি এক জাতীর মাঝখানে খ্রিস্টান হিসাবে আমি যদি আমার চিরস্থায়ী আবাসটির কথা একবার ভাবি সেখানে বসবাস করার জন্য চিন্তা করি তাহলে প্রবক্তা ইসাইয়ার কথাগুলো এক্ষুনি আমাকে বুক চাপড়ে চাপড়ে স্বীকার করতে হবে যে, আমি অশুচি এবং আমার বসবাস একটা অশুচি জাতির মাঝখানে। এই বাস্তব পার্থক্য আমাকেই ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়ে আনতে হবে, নতুবা উপরের আবাসস্থলে বসবাস করা সম্ভব হবে না কোনদিন।

আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ সহভাগিতা: চিরস্থায়ী আবাসস্থলটি পবিত্রতায় জ্বলন্ত ও দীপ্তিময় এবং সেখানে পৌছতে হলে আমাকেও পবিত্র হতে হবে। এই কথা যখনই আমি স্বীকার করতে পারব তখনই ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূত দ্বারা সেই উজ্জ্বলতার জ্বলন্ত অঙ্গার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন; আমার ঠোঁটে সেই অঙ্গার স্পর্শ করবেন, আমার অপরাধ দূর করে দেবেন এবং পাপ মুছে ফেলবেন। আমার সদিচ্ছার প্রতি নির্ভর করে ঈশ্বর তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহ এভাবেই স্বর্গদূতদের দ্বারা আমার সাথে সহভাগিতা করবেন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে যখনই আমি পবিত্র ও দীপ্তিময় জীবনে ফিরে আসব তখন আমার একটা দায়িত্ব বেড়ে যায়; সেটা হল, আমি একা পবিত্র থাকবো না, আমার প্রতিবেশিদেরকেও সেই পবিত্রতার পথে নিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে ভালোবেসে আহ্বান করতে হবে যে, তুমিও আমার সাথে দীপ্তমান হও। কারণ খ্রিস্টান হিসেবে আমি স্বার্থপর হতে পারি না, আমি একা স্বর্গে যেতে পারি না। আমাকে ইসাইয়ার মত বলতে হবে যে, প্রভু, আমি রয়েছি আমাকে পাঠাও অন্যকে শুচি এবং উজ্জ্বল দীপ্তিময় করাতে।

সামসঙ্গীত রচয়িতার সাথে আমাদের মিনতি: সামসঙ্গীত রচয়িতা দায়ূদ তিনি পরমেশ্বরকে মিনতি জানান, যেন সেই চিরস্থায়ী আবাসটির জন্য যে পবিত্রতা এবং উজ্জ্বলতা দরকার, তা যেন তিনি লাভ করতে পারেন। তার প্রত্যাশা, তিনিও সকল স্বর্গদূতদের সাথে মাথা নিচু করে পিতাকে প্রণাম জানাবেন এবং তাদের সাথে পিতা ঈশ্বরের বন্দনা গান করবেন। তিনি আবেদন করেন যে, ঈশ্বর নিজের হাতে যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে যেন একা দূরে ফেলে না রাখেন। আসুন আমরাও আজকে সুযোগ গ্রহণ করি, যেন দাউদের সাথে সেই বন্দনা গানে প্রভুর সাক্ষাতে অংশগ্রহণ করতে পারি।

আমাদের প্রতি স্বর্গীয় পিতার সাক্ষাৎ অনুগ্রহ: মঙ্গলসমাচার অনুসারে সেই দীপ্তিময় স্বর্গ ছেড়ে যিশু খ্রিস্ট নিজেই পৃথিবীতে নেমে এসেছেন তাঁর বাণী, কাজ এবং আত্মোৎসর্গের মধ্যদিয়ে আমাদেরকে পবিত্রতার পথে আহ্বান জানাতে এবং ঈশ্বরপুত্রের অধিকার ও মর্যাদায় সেই সিংহাসনে আমাদের আসন গ্রহণ করাবার সুযোগ দানের জন্য।

প্রভুর অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য আমাদের তাগিদ থাকা জরুরী: স্বর্গের মালিক যেখানে সরাসরি আমাদেরকে পবিত্রতার আহ্বান জানাতে এসেছেন, সে আহ্বান এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। তাই যারা সত্যিকারের বিবেকবান এবং যাদের অন্তরে সত্যিকারের ধার্মিকতা কাজ করে, তারা অবশ্যই যিশুর আহ্বানে তাঁর উপর হুমরি খেয়ে পড়বে। অর্থাৎ যেখানে প্রভুর বাণী বা প্রসাদ বিতরণ করা হয়, সেখানে মানুষ নন্দিত মনে দলে দলে যোগদান করবে, এটাই ঈশ্বরের স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

ব্যস্ততম ভাসমান জীবন থেকে গভীরে প্রবেশের আহ্বান: সংসারের ঝড়ঝঞ্ঝাট এবং সম্পদ আহরণের ব্যস্ততার কারণে যাদের পবিত্রতার জীবন ম্লান হয়ে পড়েছে, তাদের প্রতি যিশুর উদাত্ত আহ্বান যে, আমাদের চিরস্থায়ী সিংহাসন এবং স্বর্গীয় সম্পদ লাভ করার জন্য আমাদের জীবন-নৌকা যেন গভীর জলে নিয়ে যাই আর ধার্মিকতার মাছ ধরার জন্য নতুন করে মিশন-মুখী জাল ফেলি, যেখান থেকে পবিত্র উজ্জ্বলতা বিকশিত হয়।

নগণ্য মানবসমাজের প্রতিনিধি সাধু পলের গভীরে প্রবেশ: দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠ অনুসারে সাধু পল আমাদের থেকেও খুবই নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রভুর পবিত্র ও উজ্জ্বলতার আহ্বানবাণী আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর দিয়ে শুনেছেন, গ্রহণ করেছেন এবং বিগত জীবনের যে ঘাটতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শূন্যতা, তা পূর্ণ করেছেন। শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয়, প্রতিবেশিদেরকেও সেই পথে আনবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন, এমনকি সকল শিষ্যদের চেয়ে কঠিন পরিশ্রম দিয়েছেন, সবার শেষে এসেও। এটাই প্রকৃত খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক চেতনা ও মূল্যবোধ।

কাতর মিনতি নির্ভর খ্রিস্টান সমাজ ও রাজকীয় খ্রিস্টান সমাজ: আমি অনেক খ্রিস্টান সমাজে প্রার্থনায় যোগদান করতে গিয়ে শুনতে পাই, তারা কান্নাকাটি করে কাতর মিনতিতে প্রভুকে ডাকছেন। প্রভুকে ডাকছেন নিজেকে কাঙ্গাল ও কুলাঙ্গার পরিচয় দিয়ে। এমনকি ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন কিছু পেয়েছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে সে কথা প্রার্থনায় উচ্চারণ করতে গেলেও চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, তারা সব সময় নিজেকে কাঙ্গাল বা কুলাঙ্গার বলে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত এবং ওই অবস্থায় থাকতে পছন্দ আকুতি মিনতি পছন্দ করেন। কারণ হয়তো তারা আধ্যাত্মিক জীবনচর্চায় যিশুর সাথে দৈনন্দিন জীবনের বাণী শ্রবণ এবং তা পালনে আপডেট থাকেন না। হয়তো বছরে দুই একবার তারা প্রার্থনার সুযোগ নেন এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে অনেক পাপ জমা হয়ে থাকে। যে কারণে তাদের মনের অবস্থা কাঙ্গালের মতই হয়ে থাকে। আজকের শাস্ত্র পাঠগুলোতেও প্রবক্তা ইশাইয়া কিংবা পল নিজেকে কাঙ্গাল-কুলাঙ্গার, অশুচি, পাপী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই পরিচয়টা শুধুমাত্র পাপীদের পাপ অবস্থার জন্যই উপযুক্ত। তবে ঈশ্বর কিন্তু চান না যে আমরা সবসময় এই অবস্থাতে পড়ে থাকি।

বিপরীতে ঈশ্বর চান আমরা যেন দৈনন্দিন জীবনে খ্রিস্টের বাণীর সাথে, তাঁর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তাঁর মত পবিত্র যাজক হয়ে উঠি। কারণ ১ পিতর ২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, খ্রিস্টের নেতৃত্বে সকলে হয়ে উঠব এক রাজকীয় যাজক সমাজ। যিশু আমাদের দাসের মত করে রাখতে চান না, তিনি আমাদের বন্ধুর মতো করে রাখতে চান, যাজকের মতো করে সাজাতে চান, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার দিতে চান, সর্বোপরি সম্পূর্ণ পুণ্য পবিত্র করে তুলতে চান। আজকের বাণীপাঠগুলোতে সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে যে, আমাদের আসল পরিচয় হবে পবিত্র যাজক সমাজের ন্যায় উজ্জ্বল-দীপ্তিময় সমাজ, যা ঈশ্বরের সেই সিংহাসন তথা চিরস্থায়ী আবাসস্থলের স্বরূপ, সেখানে থাকবে না কারো চোখের জল এবং মৃত্যুর শোক। আর সেখানে আমাদের গানটা হবে আমরা সবাই রাজা, খ্রিস্টকে পেয়েছি আপন করে এক বন্ধুরূপে এবং পুণ্য পুণ্য পুণ্য পরমেশ্বর, পুণ্য বিশ্বমণ্ডলাধীশ, স্বর্গ-মর্ত্য তোমার মহিমা প্রকাশ। অর্থাৎ সেই আমাদের পাপী ও কাঙ্গাল-কুলাঙ্গার অবস্থা থেকে উঠে আসতে হবে পবিত্র রাজকীয় এবং রাজকীয় খ্রিস্টান সমাজ সদস্য হিসেবে। তখনই সত্য হবে পূর্ণতা, অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন পবিত্র, আমাকেও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র, যদি স্বর্গে কখনো যেতে চাই।

বিশ্রামবারের পবিত্র বাণী, পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত এবং কম্যুনিয়ন বা খ্রিস্টপ্রসাদ হচ্ছে সেই জ্বলন্ত অঙ্গার: চিরস্থায়ী আবাসস্থলটি পবিত্রতায় জ্বলন্ত ও দীপ্তিময় এবং সেখানে পৌছতে হলে আমাকেও পবিত্র হতে হবে। এই উপলব্ধি যখন আমার মধ্যে বাসা বাঁধে ঠিক তখনই আমার ঠোঁট, আমার অন্তর, আমার সমাজ তথা আমার জাতিকে পবিত্র করার নিমিত্তে প্রভুযিশু নিজেই স্বর্গদূতের কাজটি করবেন। অর্থাৎ স্বর্গদূত যেমন আগুনের অঙ্গার স্বর্গ থেকে এনে ইসাইয়ার মুখ স্পর্শ করেছিলেন, তেমনি যিশুখ্রিস্ট নিজেই সেই দীপ্যমান অঙ্গারের মতো রুটি ও দ্রাক্ষারস আকারে এসে আমার মুখ-অন্তর স্পর্শ করতে আসবেন।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, বাইবেলের বাণী কখনো আমার দাদুর গল্প নয়। বাইবেলের বাণী যখনি শুনি তখনই আমার চিত্ত ভরে উঠবে এবং ঠিক তখনই জীবন যাপন শুরু করতে হবে। তাই মণ্ডলীতে সেই জ্বলন্ত অঙ্গারসমূহ সাক্রামেন্ত আকারে আমাদের মাঝে যিশুখ্রিস্ট দিয়ে গেছেন, অর্থাৎ বিশ্রামবারের পবিত্র বাণী, পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত এবং কম্যুনিয়ন বা খ্রিস্টপ্রসাদ হচ্ছে সেই জ্বলন্ত অঙ্গার, যা পবিত্র মন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে। সেই পবিত্র স্থানগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে আমি আমার জাতির অপরাধ দূর করতে, পাপ মুছে ফেলতে এবং কাঙ্গাল থেকেই রাজকীয় যারা সমাজে নিজেদেরকে রূপায়িত করতে পারব। পিতা ঈশ্বর আপনাদের সকলকে সেই পবিত্র ও দীপ্তিময় যাজক-সমাজ গড়ে তুলতে সর্বদাই আশীর্বাদ করুন॥

৩০তম রোগী দিবস উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

"তোমাদের পরমপিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও" (লুক ৬:৩৬)

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

৩০ বছর আগে, সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল "বিশ্ব রোগী দিবস" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐশ জনগণ, কাথলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য, যাতে অসুস্থ রোগীদের প্রতি সকলেই মনোযোগী ও যত্নশীল হতে পারেন।

বিগত বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীতে এই সেবাকাজের উন্নয়নের জন্য পিতাঈশ্বরকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। ইতোমধ্যে অনেক সেবাকাজ সম্পাদন করা হয়েছে, তথাপি, এই পথে আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে, যাতে করে সকল অসুস্থ, প্রান্তিক ও চরম দারিদ্রতায় যারা বসবাস করছে, তাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা যেন নিশ্চিত হয় এবং পালকীয় যত্ন যেন তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে, ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুর দুঃখ-যন্ত্রণাকে তারা যেন অভিজ্ঞতা করতে পারে। করোনা মহামারির কারণে, ৩০তম রোগী দিবস, পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে যেহেতু পেরুর আরেকুইপাতে আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করা সম্ভব হবেনা, তথাপিও ভাতিকানের সাধু পিতরের বাসিলিকায় এর সংক্ষিপ্ত আয়োজন অসুস্থ ও তাদের পরিবারের প্রিয়জনদের আরো কাছে যেতে আমাদেরকে সাহায্য করবে।

১। পিতার মতো দয়ালু

এ বছর ৩০তম বিশ্ব রোগী দিবসের মূলসুর, "তোমাদের পরমপিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও" *(লুক ৬:৩৬)*, আমাদেরকে প্রথমেই ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সাহায্য করে, ঈশ্বর যিনি 'দয়ায় পূর্ণ' *(এফেসীয় ২:৪)*। তিনি সর্বদাই পিতৃত্বের ভালবাসায় তাঁর সন্তানদেরকে দেখাশুনা করে থাকেন, এমন কি তাঁর সন্তানেরা যদিও অনেক সময় তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যায়। ঈশ্বর প্রেমময়; প্রেম বা দয়া শুধুমাত্র কোন আবেগীক অনুভূতি নয়, কিন্তু চিরন্তন ও সদাসক্রিয় শক্তি, যা ঈশ্বরের প্রেমময় বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে, যা শক্তি ও কোমলতার সমন্বয়। এই কারণে বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় বলা যায় যে, ঈশ্বরের প্রেম পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব উভয়কেই আলিঙ্গন করে *(ইসাইয়া ৪৯:১৫)*। পিতৃত্বের শক্তি ও মাতৃত্বের কোমলতায় ঈশ্বর আমাদেরকে যত্ন নিয়ে থাকেন।

২। যিশু, পিতার দয়া

অসুস্থদের প্রতি পরম পিতার ভালবাসার সর্বোত্তম সাক্ষ্য হলেন তাঁর একমাত্র পুত্র। বিভিন্ন মঙ্গলসমাচারে দেখা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত অসুস্থদের সাথে যিশু নিজেই সাক্ষাৎ করেছেন! তিনি "গালিলেয়ার সমস্ত অঞ্চলে ঘুরতে লাগলেন; ইহুদীদের বিভিন্ন সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন তিনি, ঐশ রাজ্যের মঙ্গলবার্তা প্রচার করতেন আর লোকদের যত রোগ, যত ব্যাধি সারিয়েও তুলতেন *(মথি ৪:২৩)*।" আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি, যিশু কেন অসুস্থদের প্রতি এত গভীর মমতা দেখাতেন, এটা এ জন্যই যে, এটাই ছিল তাঁর প্রেরণ কর্মের বিশেষ লক্ষ্য, এ কাজের জন্যই তিনি পিতার দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন, যাতে তিনি মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পারেন ও রোগীদের সুস্থ করে তুলতে পারেন *(লুক ৯:২)*।

সেজন্য বিংশ শতাব্দীর একজন দার্শনিক বলেছেন: "যন্ত্রণা চরমভাবে নিভৃতে চলে যায়, এবং নির্জনতা অন্য কাউকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার তাগিদ সৃষ্টি করে।" দৈহিক অসুস্থতা যখন কোন ব্যক্তির জীবনকে বিষময় করে তুলে, তাদের হৃদয় তখন ভারী হয়ে ওঠে, ভীতি সঞ্চারিত হয়, অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায় এবং বেঁচে থাকার তাগিদটাই তখন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারে কিভাবে আমরা ভুলে থাকতে পারি, মহামারির সময়ে যখন অসুস্থ রোগীরা আইসোলেশনে, আইসিইউ-তে নির্জনে থাকে, প্রিয়জনদের অতি মূল্যবান ভালবাসা যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এরূপ পরিস্থিতি আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে, যিশুখ্রিস্ট এ হেন বাস্তবতায় পরম পিতার প্রেমের সাক্ষ্য হয়ে আমাদের পাশে এসে উপস্থিত হন, তিনি সান্ত্বনার মলম লাগিয়ে ও আশার দ্রাক্ষারস ঢেলে দিয়ে রোগীদের যত্ন নিয়ে থাকেন।

৩। যিশুর কষ্টভোগী দেহ স্পর্শ করা

পিতার মতো দয়ালু হবার জন্য যিশুর আহ্বান স্বাস্থসেবাদায়ী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ অর্থ বহন করে। মনে করি, ডাক্তার, নার্স, ল্যাবের টেকনেসিয়ান এবং রোগীদের সেবাদানকারী বিভিন্ন স্বেচ্ছা-সেবক ষ্টাফ সকলের জন্যই যিশুর এই আমন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয় স্বাস্থ্য সেবক-সেবিকাগণ, রোগীদের পাশে আপনাদের প্রেম ও দক্ষতাপূর্ণ সেবাদান আপনাদের পেশার উর্ধ্বে একটা সাক্ষ্যদান করে।

আপনাদের হস্ত, যা যিশুর কষ্টভোগী দেহকে স্পর্শ করে, তা পরম পিতার দয়ালু হস্তের চিহ্ন হয়ে উঠতে পারে। সেই জন্য আপনাদের মহান সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আসুন আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষভাবে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন টেকনোলজী আবিষ্কারের জন্য, যা রোগীদেরকে সুস্থ করার জন্য থেরাপী দানের কাজে বড় সহায়তা দান করছে। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেক রোগীর অসুস্থতা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। সেই জন্য, রোগের চেয়ে রোগীটাই বেশী মূল্যবান। কাজেই রোগীর কথা শোনা, তার ইতিহাস জানা, তার কষ্টের কথা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা অন্য যে কোন থেরাপীর চেয়ে বেশী মূল্যবান। এমন কি অনেক সময়, সুস্থ হওয়ার আশা যখন ক্ষীণ হয়ে পড়ে, তখনো রোগীদেরকে সেবা দিয়ে যেতে হয়। রোগীদেরকে সব সময়ই সান্ত্বনা দেওয়া যায়, যাতে তারা সেবাদানকারীদের নৈকট্য-সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পারে। সেই জন্য আমি আশা করি, স্বাস্থ্য-কর্মীদেরকে ভাল প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যেন তারা যত্নের সাথে রোগীদের কথা শুনতে পারে এবং তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

৪। সেবাকেন্দ্র যেন "দয়ার নিবাস"

বিশ্ব রোগী দিবস একটা সুন্দর উপলক্ষ্য যে দিনে আমরা আমাদের সেবাকেন্দ্রের দিকে মনোযোগ দিতে পারি। শতাব্দীর পর শতাব্দী বছর ধরে, রোগীদের প্রতি দয়ার কাজ খ্রিস্টান সমাজকে "দয়ালু সামারীয়ের" ন্যায় অসংখ্য সেবাদান কেন্দ্র খোলার তাগিদ দিয়েছে, যেখানে নানান রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষভাবে দরিদ্রতা ও সামাজিক কারণে যারা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত, এবং শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই এইরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাকে। পরম পিতার মতো দয়ালু হয়ে মিশনারীগণ হাসপাতাল, ডিসপেনসারী ও হোমস্ খুলে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের মাঝে মঙ্গলসমাচার প্রচারের কাজ করে যাচ্ছেন। এইগুলিই হচ্ছে মূল্যবান উপায় যার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টীয় প্রেম ও সেবা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। আমাদের এই বিশ্বে এখনো অনেক দেশ, জায়গা রয়েছে, যেখানে অনেক কিছুর অভাব রয়েছে, সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এমন কি করোনা ভাইরাসের পর্যাপ্ত ভ্যাকসিনও পাওয়া যায়না, সেই সব জায়গার অসুস্থ রোগীদেরকে যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই রূপ পরিস্থিতিতে, আমি মনে করি কাথলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: তারা অতি মূল্যবান সম্পদ, যা রক্ষা করতে হবে; কেননা তাদের উপস্থিতি মণ্ডলীর ইতিহাসে দঃস্থ-অসুস্থ দরিদ্রদের মাঝে খ্রিস্টীয় সেবার আদর্শকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। আজকে বিভিন্ন উন্নত ধনী দেশ, যেখানে সহসাই অনেক কিছুর অপচয় হয়ে থাকে, দরিদ্র অসুস্থদেরকে সেবাদানের মধ্য দিয়ে তারা "দয়ার নিবাসের" আদর্শ হয়ে উঠতে পারে।

৫। পালকীয় দয়াঃ উপস্থিতি এবং সান্নিধ্য

বিগত ৩০টি বছরে, পালকীয় স্বাস্থ্যসেবাকে অবিচ্ছেদ্য সেবাকাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠি যারা ভীষণভাবে উপেক্ষিত- অসুস্থ রোগী, যারা দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সেবা থেকে বঞ্চিত, তাদের কাছ থেকে আমরা কোনভাবেই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারিনা, যাতে তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য, তাঁর বাণী ও কৃপা থেকে এবং সাক্রামেন্তীয় সেবাকাজ থেকে বঞ্চিত না হয়; কেননা এগুলোই তাদেরকে বিশ্বাসের জীবনে পরিপক্কতার দিকে ধাবিত করবে। তাই, এ ব্যাপারে আমি প্রত্যেজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অসুস্থ রোগীদের কাছে যাওয়া, তাদের যত্ন নেওয়ার কাজ শুধুমাত্র তাদের জন্য নির্ধারিত মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিদেরই কাজ নয়, বরং অসুস্থ রোগীদের কাছে যাওয়া খ্রিস্টযিশুরই আহ্বান, যা করার জন্য তিনি তাঁর নিজের শিষ্যদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন। রোগীদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার কাজ প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই দায়িত্ব, যা যিশুর মুখ থেকেই উৎসারিত হয়েছে: "আমি পীড়িত ছিলাম আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে *(মথি ২৫:৩৬)*।"

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, মা মারীয়া, যিনি রোগীদের স্বাস্থ্য, এই মায়ের কাছে আমি সকল অসুস্থ রোগী ও তাদের পরিবার প্রিয়জনদেরকে সমর্পণ করি। মারীয়া, খ্রিস্টের সাথে যিনি জগতের সকল দুঃখ-কষ্ট বহন করেছেন, তিনি যেন রোগীদেরকে শক্তি-সান্ত্বনা দান করেন। আমি স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য প্রার্থনা করি, যেন তারা প্রেমপূর্ণ ও যত্নশীল উপযুক্ত সেবা দিয়ে ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে অসুস্থ ভাই-বোনদেরকে আরো কাছে টেনে নিতে পারেন।

সবার জন্য আমার প্রৈরিতিক আশীর্বাদ প্রদান করছি।

পোপ ফ্রান্সিস

রোম, সাধু জন লাটেরান, ১০ ডিসেম্বর ২০২১

অনুবাদে : ফাদার জয়ন্ত জে. রাকসাম

৩০তম বিশ্ব রোগী দিবস ২০২২ উপলক্ষে বিশপ মহোদয়ের বাণী

প্রতি বছরের মতো এবছরও পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ব রোগী দিবস উপলক্ষে তাঁর বাণী দিয়েছেন। এই বাণীর শুরুতেই তিনি বিশ্ব রোগী দিবস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন, যা হলো- ঐশ জনগণ, কাথলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুপ্রেরণা দান করা, যাতে তারা অসুস্থ রোগীদের প্রতি আরো বেশী মনোযোগী ও যত্নশীল হতে পারেন। পোপ মহোদয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরাও এই বিশেষ দিনে সকল স্বাস্থকর্মী ও সেবাদানকারী সকল ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জ্ঞাপন করি; বিশেষভাবে যে করোনাযুদ্ধে এখনও বিশ্বের সকল জাতি লড়াই করে চলছে এবং বর্তমান সময়ে করোনা যে নতুন রূপে মরণাঘাত হানছে আর এতে যারা সম্মুখসারির যোদ্ধা- তাদের আত্মত্যাগী ও সাহসী সেবার জন্য আমরা তাদেরকে বিশেষ সম্মান জানাই।

৩০তম বিশ্ব রোগী দিবসের মূলভাব হলো: "তোমাদের পরম পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও *(লুক ৬:৩৬)*।" ঈশ্বর পরম দয়াময়। তিনি তার প্রিয় সন্তানদের প্রতি সর্বদাই তাঁর চিরকালীন দয়া প্রকাশ করে থাকেন। বিশেষভাবে. দীন-দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কাতর ডাকে তিনি সর্বদা সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি একাধারে দয়ালু পিতা ও স্নেহশীলা মা- মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে গেলেও ঈশ্বর কখনো মানুষকে পরিত্যাগ করেন না।

পিতাঈশ্বর তাঁর অপরিসীম ভালবাসা প্রকাশ করেছেন তাঁর আপন পুত্রের মধ্য দিয়ে যিনি দয়ালু পিতার মুখচ্ছবি। যিশু নিজে অসুস্থ রোগীদের কাছে ছুটে গিয়েছেন, তাদেরকে স্পর্শ করে সুস্থ করে তুলেছেন। তাদেরকে নতুন জীবন এবং জীবনের আনন্দ দান করেছেন। যিশুর বাণী প্রচার ও ঐশ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল রোগীদের সেবা ও নিরাময় করা। ঠিক একইভাবে, বর্তমান সময়েও মণ্ডলীর সেবাকাজের একটি বড় দিক যেন হয় রোগীদের সেবা-শুশ্রুষা। বিশেষভাবে, এই করোনাকালে বিশ্বের প্রায় প্রতিটা পরিবারই কোন না কোনভাবে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত তখন এই সেবাকাজের দাবী আরো করো আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে। একজন অসুস্থ রোগী জনবিচ্ছিন্ন হয়ে কতটা নিঃসঙ্গ ও মানসিকভাবে নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে তার প্রয়োজন মানসিক শক্তি ও উদ্যম যা চিকিৎসা কর্মীদের চেয়েও পরিবার পরিজন আরো কার্যকরীভাবে প্রদান করতে পারে। আমাদের নিজেদের হাতও যত্ন হয়ে উঠতে পারে ঈশ্বরের দয়ার পরশ। অন্যদিকে, নানা রোগে আক্রান্ত অসুস্থ, শয্যাশায়ী বা মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর দেহ স্পর্শ ও যত্ন করার অর্থ হয়ে উঠতে পারে ক্ষতময় যিশুর দেহের স্পর্শ ও সেবা। আমাদের এক একটি গৃহ হয়ে উঠতে পারে দয়ালু সামারীরের সেই সরাইখানা।

আসুন, আমরা সকলে এই চেতনা নিয়েই এবারের বিশ্ব রোগী দিবস পালন স্বার্থক ও তাৎপর্যময় করে তুলি। বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীতে এবং ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে, বিশেষভাবে স্বাস্থ্যসেবার প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্যসেবাকর্মীবৃন্দ এবং সর্বোপরি প্রতিটি পরিবারের সদস্যবৃন্দ রোগীদেরকে কেন্দ্র করে পরমপিতা ও প্রভুযিশুর দয়া ও ভালবাসার বাস্তব চিহ্ন ফুটিয়ে তুলে এই দিবসকে উৎসবময় করে তুলি। আমাদের অসুস্থতায় ঈশ্বরের দয়া আমাদের সহায়- এই আশা ও আস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আনন্দময় সেবাকর্মে নিয়োজিত থাকি। রোগীদের স্বাস্থ্য মা মারীয়া আমাদেরকে সাহায্য করুন; তিনি নিজে যিশুর সঙ্গে দুঃখ-কষ্টভোগী, তিনি আমাদের সকল অসুস্থ ভাই-বোনদের সযত্নে রক্ষা করুন ও শক্তি দান করুন।

+ পনেন পল কুবি সিএসসি

সভাপতি, এপিসকপাল স্বাস্থ্যসেবা কমিশন

লূর্দের রাণী মা মারীয়া ও আমাদের জীবন

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

কাথলিক মণ্ডলীর আদি যুগ থেকেই মা-মারীয়া শ্রদ্ধেয়া, পূজিতা ও নন্দিতা। আন্তোয়োক নগরের সাধু ইগ্নাসিউস ১০৭ খ্রিস্টাব্দে মণ্ডলীকে কাথলিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কাথলিক মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য হলো: পবিত্র বাইবেল, প্রৈরিতিক প্রথা-ঐতিহ্য ও পিতৃগণের শিক্ষা। এই তিনটি মূল সত্যের উপর কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত হয়। মা-মারীয়া প্রেরিত শিষ্যদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন যা পঞ্চাশত্তমীর পবিত্র আত্মা অবতরণের ঘটনায় বিদ্যমান (প্রেরিত ২:১-৪২)। খ্রিস্টমণ্ডলী 'মাতা-মণ্ডলী' হিসেবে পরিচিত আর মা-মারীয়া হলেন মণ্ডলীর 'মাতা' যা সব যুগে গৃহিত ও সম্মানিত। কাথলিক মণ্ডলীর সাথে মা-মারীয়া ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। মা-মারীয়া আদি যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগেও সমভাবে সম্মানিত ও গৃহিত তার অনুগ্রহ, কৃপার ও আশীর্বাদের জন্য। তিনি প্রতিটি কাথলিক ভক্তবিশ্বাসীর নিকট শ্রদ্ধেয়া ও বরণীয়া। মারীয়া শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'রাজকন্যা', শ্রদ্ধেয়া ও 'সুন্দরী' ও 'সর্বোৎকৃষ্ট' নারী। শিশুকাল থেকে দৈহিক ও আত্মিকভাবে মারীয়া সুন্দরী ছিলেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথা ও শিক্ষায় বলা হয়েছে যে, 'ঈশ্বর তাঁকে জন্মগত পাপ বা আদিপাপ ছাড়া সৃষ্টি করেছিলেন'। এছাড়া তিনি ছোটবেলা থেকে 'কুমারী' থাকার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের সেবার সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করেছিলেন।

মা-মারীয়ার বিষয়ে প্রধানত ৪টি উৎস থেকে আমরা জানতে পারি।

প্রথমত: পবিত্র বাইবেলের বাণী ও লেখা।

দ্বিতীয়ত: খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য ও প্রথা এবং প্রাচীন শিক্ষা ও আদিমণ্ডলী।

তৃতীয়ত: বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন স্থানে মারীয়ার দর্শন।

চতুর্থত: পিতৃগণ, পোপগণ ও মণ্ডলীর বিভিন্ন শিক্ষা।

মা-মারীয়া দর্শন দানের মাধ্যমে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেন। বিভিন্ন দূর্যোগপূর্ণ বাস্তবতার সময়ে মা-মারীয়া নিজেকে প্রকাশ করেন এবং বিশ্বাসের রহস্যময় সত্যকে তুলে ধরেন। কাথলিক মণ্ডলীতে মা-মারীয়ার দর্শনের সংখ্যা অগণিত এবং তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। মাতামণ্ডলী মারীয়া দর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের আশ্চর্য কাজের ফল ও কৃপা আশীর্বাদ লাভ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মা-মারীয়া অসংখ্যবার দর্শন দিয়েছেন এবং আশ্চর্য কাজ ও জগতের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য নির্দেশনাও দিয়েছেন।

বিশ্বের উল্লেখ্যযোগ কয়েকটি আশ্চর্য স্থান বা ঘটনা হলো- 'ফ্রান্সের লূর্দ, পর্তুগালের ফাতেমা', 'ইতালির লরেতো', 'ভারতের ভেলেঙ্কিনী', 'ম্যাক্সিকো গুয়াদালুপা', 'পশ্চিম

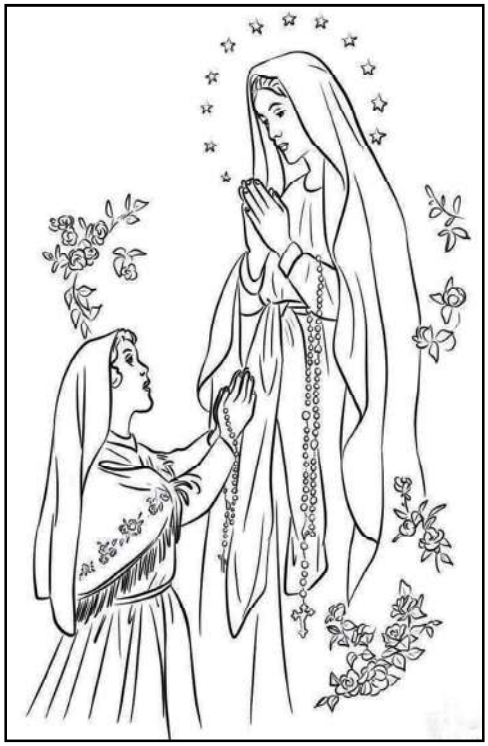

বঙ্গের ব্যাণ্ডেল' ইত্যাদি। মা-মারীয়ার দর্শন স্থানগুলি হাজার হাজার ভক্তবিশ্বাসী মানুষের জন্য তীর্থস্থান রূপে স্মরণীয় হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় তীর্থস্থান হলো মা-মারীয়ার নামে। মা-মারীয়ার নামে তীর্থস্থানগুলোতে প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, নভেনা, পাপস্বীকার ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা পূরণ করার জন্য শত শত তীর্থযাত্রী সমবেত হয়। প্রার্থনা ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের গুণে তীর্থস্থানগুলিতে শত শত আশ্চর্য কাজ ও আধ্যাত্মিক কল্যাণও সাধিত হয়। কাথলিক মণ্ডলীতে তাই দিনের পর দিন মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও আশ্চর্য কাজের সংখ্যা বেড়েই চলছে।

কাথলিক মণ্ডলীতে অসংখ্য সাধু-সাধ্বীর পর্ব রয়েছে এবং সাধারণত বছরে একবারেই সাধু-সাধ্বীদের পর্ব বা স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। মা-মারীয়ার নামে দুই ডজনের বেশী পর্ব বা স্মরণ দিবস রয়েছে। মারীয়ার দর্শন ও আশ্চর্য কাজকে ঘিরেই পর্ব ও তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে। মা-মারীয়ার জীবনের প্রকাশ ও বহুবিধ গুণাবলির পূর্ণতা লাভ করেছে দর্শন ও ঘটনাগুলির মাধ্যমে।

মা-মারীয়ার স্মরণে তীর্থস্থানগুলির মধ্যে 'লূর্দই' প্রধান স্থান হিসাবে গৃহিত ও বিবেচিত হয়েছে। মধ্য ইউরোপের দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্যতম একটি তীর্থ হলো 'লূর্দ'। বিশ্বের সবচেয়ে বেশী মারীয়া ভক্ত তীর্থযাত্রী লূর্দে সমবেত হয় এবং ব্যক্তিগত প্রার্থনা বা উদ্দেশ্যের পূর্ণতা লাভ করে। লূর্দ নগরীতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি প্রথম মা-মারীয়ার দর্শন দান করেন ১৪ বছরের গ্রাম্য বালিকা বার্ণাডেটের (১৮৪৪-১৮৯৭) নিকট। বার্ণাডেট ছিলেন নিত্যান্তই গ্রাম্য বালিকা এবং দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান। তিনি দরিদ্রতা ও অসুস্থতার কারণেই পড়াশুনা করার সুযোগ পাননি কিন্তু তার হৃদয় মন ছিলো বিশ্বাস ও সরলতায় পরিপূর্ণ। বার্ণাডেট ছোটবেলা থেকেই ঠাণ্ডাজনিত রোগ 'এজমাতে' আক্রান্ত ছিলেন। তার অন্যান্য ভাই-বোনদের সাথে রান্না করার জন্য লাকড়ি কুড়ানোর কাজটি ছিল অন্যতম। লাকড়ি কুড়ানোর সময়ে বার্ণাডেট সুবিরু খাদ নদীর তীরে পাহাড়ের গুহায় মা-মারীয়ার দর্শন পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে বার্ণাডেট ও আরো অনেকের নিকট পর পর ১৮বার মা-মারীয়া দর্শন দেন এবং নিজেকে তিনি 'আমি অমলোদ্ভবা' বলে পরিচয় দেন।

মা-মারীয়ার গুণাবলী ও বিভিন্ন আশ্চর্য ঘটনা, লোকভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে অনেকগুলো পর্ব মণ্ডলীতে স্থান পেয়েছে। আবার মা-মারীয়ার গুণাবলী দর্শন; তথা ও তত্ত্ব নিয়ে বিভ্রান্তকর পরিস্থিতিও তৈরী হয়েছে। তাই মারীয়ার জীবন চরিত, আশ্চর্যময় বাস্তবতা ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শিক্ষা ও নির্দেশনা দিয়েছেন। মা-মারীয়ার বিষয়ে শিক্ষাগুলো সর্বদাই মণ্ডলী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণিত ও স্বীকৃত।

পুণ্যপিতা পোপ নবম পিউস (১৮৪৬-১৮৭৮) তাঁর পোপীয় সেবাদায়িত্ব পালনের সময়টি তিনি বিভিন্ন ধরণের নাস্তিকতা, বস্তুবাদ ও আধুনিক মতবাদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে দৃঢ় ও নির্ভুল করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর মতবাদ, শিক্ষা

ও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রকাশিত অনুশাসন পত্র Ineffabiles Deus এর মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণায় বলেন, "ধন্যা কুমারী মারীয়া পুত্র যিশুর ভাবী মৃত্যুর পুণ্যফলে তাঁর উদ্ভবের প্রথম মুহূর্ত থেকেই অপাপবিদ্ধ্যা, তিনি অমলোদ্ভবা"। মারীয়ার বিষয়ে বিশ্বাসের এই তথ্যটি প্রকাশের পর ভক্তবিশ্বাসী মানুষসহ অনেকের নিকট কিছুটা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিলে এবং বিশ্বাসের পরিপন্থী আলোচনা ও সমালোচনাও হয়েছিল। মণ্ডলীর মা কৃপাময়ী জননী মারীয়া অমলোদ্ভবা তথ্যটি প্রকাশের ৪ বছর পর মা-মারীয়া নিজেই নিজেকে "আমি অমলোদ্ভবা" বলে খাদ-নদীর ধারে পাহাড়ের নিকট আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন। ফলে, পুণ্যপিতার ঘোষণাটি আর কোন সন্দেহ বা দ্বিধা রইল না বরং বিশ্বাসীদের নিকট মা-মারীয়ার প্রতি বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো। 'লূর্দ' নামক স্থানের পাহাড়ের গুহায় মা-মারীয়া ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ জুলাই ১৯৫৮ পর্যন্ত পরপর ১৮বার বার্ণাডেটের নিকট দর্শন দেন। মারীয়ার দর্শন দানের মাধ্যমে বার্ণাডেট ঠাণ্ডা জনিত 'এ্যাজমা' রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে বার্ণাডেট ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করেন এবং একজন ব্রতধারী হিসেবে আজীবন বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তার সরল ও পবিত্রতায়পূর্ণ জীবনের জন্য মাতামণ্ডলী তাকে সাধ্বী সম্মানে ভূষিত করেন। লূর্দ নগরের মা-মারীয়া জগতের শান্তি, কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য বার বার রোজারিপ্রার্থনা করার নির্দেশ দেন। রোগ-শোকেভুক্ত অনেক ভক্ত বিশ্বাসীই তার নিকট প্রার্থনা করে আশ্চর্য রকম ভাবে আরোগ্য লাভ করেছেন।

সাধ্বী বার্ণাডেটের নিকট মা-মারীয়া দর্শনের মাধ্যমে "লূর্দ নামক স্থানটি ভক্তবিশ্বাসী মানুষের নিকট তীর্থস্থান হয়ে ওঠে এবং দিন দিন তীর্থযাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে। মা-মারীয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, পাপস্বীকার ও অন্যান্য কষ্টস্বীকারের মাধ্যমে প্রতিদিনই অনেক মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠেন। মাতামণ্ডলী ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে লূর্দ নগরটিকে একটি তীর্থস্থান হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন এবং মারীয়ার সম্মানে লূর্দ নগরে একটি গ্রটো নির্মাণ করেন। মা-মারীয়ার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর প্রথা গ্রটো নির্মাণ এই লূর্দ নগরী থেকেই শুরু হয়। বিশ্বের প্রধান প্রধান গ্রটোগুলি সাধারণত লূর্দ নগরের গ্রটোর আদলেই হয়ে থাকে। বিশ্বাসী ভক্ত মানুষের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক নিরাময় লাভের জন্য তীর্থকেন্দ্র হিসাবে লূর্দ নগরী সবার নিকট পরিচিত। মারীয়ার তীর্থকেন্দ্র হিসাবে লূর্দ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তীর্থকেন্দ্র। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালীন সময়ে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আধ্যাত্মিক ও শারীরিক নিরাময় লাভের জন্য লূর্দে সমবেত হয়। ফ্রান্সের লূর্দ নগরের বাৎসরিক তীর্থযাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ এবং অসংখ্য ভক্তবিশ্বাসী নিরাময় লাভ করে বিশ্বাস, ভক্তি ও আস্থার গুণে। লূর্দ নগরে মা-মারীয়ার মূল বাণী হলো 'আমি অমলোদ্ভবা' বলে নিজের পরিচয় দেয়া এবং জগতের মানুষের 'মন পরিবর্তনের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেয়া।

মা-মারীয়া যুগে যুগে ধন্যা, পূজিতা ও সহায়তা দানকারী মা। লূর্দ নগরের দর্শন ও 'অমলোদ্ভবা' তথ্যটি প্রকাশের ফলে জগতে মা-মারীয়ার প্রতি আস্থা ও ভক্তি আরো বৃদ্ধি পায় এবং অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মানুষ, ধর্মপল্লীসহ অনেক কিছুতে লূর্দের রাণী মা-মারীয়ার নাম ধারণ করে। বর্তমান লূর্দ নগরী একটি আধুনিক তীর্থস্থান যেখানে তীর্থযাত্রীদের আবস্থান করা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যস্ততম ও অস্থির বাস্তবতার মধ্যেও প্রতিদিনই শত শত তীর্থযাত্রী লূর্দ নগরীতে ভিড় করে আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও মানুষিক প্রশান্তি লাভের প্রত্যাশায়। মণ্ডলীর শিক্ষায় বলা হয়েছে, "মারীয়া অমলোদ্ভবা' সারা জীবন তিনি পাপশূণ্য জীবনযাপন করেছেন, তিনি সত্যিই ঈশ্বরের মা, তিনি সর্বদাই কুমারী ছিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন।" মারীয়ার 'অমলোদ্ভবা' বিষয়ে মণ্ডলীর শিক্ষায় আরো বলা হয়েছে, "মারীয়া তাঁর উদ্ভবের প্রথম মুহূর্তে মৌলিক পাপের কলঙ্ক থেকে মুক্ত এবং ঐশপ্রসাদে পরিপূর্ণ ছিলেন। সকল মানুষের মধ্যে একমাত্র মারীয়া তাঁর জীবনের শুরু থেকে চিরনির্মলা এবং অমলোদ্ভবা কারণ তিনি একা তাঁর উদ্ভবের প্রথম মুহূর্তে থেকে খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী প্রসাদ পেয়েছিলেন। মারীয়া মানব জাতির একজন বটে, তবুও ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনায় তিনি পাপের স্পর্শমুক্ত হয়েছিলেন। মণ্ডলীর পিতৃগণের কথায় মারীয়া হলেন, "নবীনা হবা" ও "জীবিতদের মাতা"। কিন্তু "হবা এনেছেন মৃত্যু আর মারীয়া এনেছেন 'জীবন'।" হবা অবাধ্য হয়েছিলেন মারীয়া কিন্তু প্রভুর বাধ্য দাসী হয়েছিলেন। মারীয়া যে অমলোদ্ভবা এ সত্যটি মণ্ডলীর অতি প্রাচীন বিশ্বাস" (খ্রীষ্টিয় ধর্মীয় শব্দার্থ, শব্দ টীকা, ৪১৬)।

পোপ এয়োদশ লিও (১৮৭৮-১৯০৩) যিনি 'পবিত্র জপমালার পোপ নামে' আখ্যায়িত । তিনি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি লূর্দের রাণী মারীয়ার পর্বটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। পোপ দশম পিউস (১৯০৩-১৯১৪) লূর্দের রাণী মারীয়াকে বিশ্বমণ্ডলীর সর্বজনীন পর্ব হিসাবে ঘোষণা দেন। ১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব রোগী হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। লূর্দের রাণী মা-মারীয়ার চরণে দেহ-মনের আরোগ্য লাভ ও মন-পরিবর্তনের প্রার্থনা ডালি নিবেদনের মাধ্যমে আমরা সবাই সুস্থ দেহ-মনের মানুষ হয়ে মণ্ডলীর সেবক হয়ে ওঠি॥

৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মার্সেল ডি' কস্তা

জন্ম: ০৫ অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ০৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

স্মরণের বালুকাবেলায়
চরণ চিহ্ন আঁকি
তুমি চলে গেছো
দূরে বহু দূরে
শুধু পরিচয়টুকু রাখি।

দীর্ঘ ৪২টি বছর সযত্নে তোমায় ধরে রেখেছি। জানি, সেদিন হয়তো খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন এমনি করে তোমার মতো, মায়ের মতো আমাদেরও চলে যেতে হবে এই জগৎ সংসারের মায়া-মমতা ত্যাগ করে। কিন্তু তারপরও যতদিন বেঁচে থাকবো এই ধরণীতে, তোমরা বেঁচে থাকবে আমাদের ভালোবাসায়।

তোমাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, প্রার্থনা সবসময়ই বিরাজমান থাকবে।

আমৃত্যু ঈশ্বরের কাছে তোমাদের আত্মার চির শান্তির জন্য প্রার্থনা করে যাব।

তোমাদের স্নেহের সন্তানেরা
মুক্তা নীলয়, নন্দা, গুলশান

বিজ্ঞ/৪৪/২২

সুস্থতার জন্য শারীরিক চিকিৎসার সাথে দরকার মানবিক ও সার্বিক চিকিৎসা

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

ঘটনা ১:

মি. রতন, ৫৬ বছর বয়সী ভদ্রলোক, পেটের সমস্যা নিয়ে আমার চেম্বারে এসেছেন। হাতে ৪টি প্রেসক্রিপসন। তিনি তা আমাকে দেখালেন। আমি তার সমস্যা বিস্তারিত শুনলাম। তার শারীরিক পরীক্ষা করলাম। তার রোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলাপ করলাম। তার হাতে থাকা বিগত দিনের ৪টি প্রেসক্রিপশন দেখলাম। শহরের নামকরা স্যারদের দেখানো প্রেসক্রিপশন। ৪টি কাগজ দেখে বুঝতে পারছি যে, তিনি গত ২ মাসের মধ্যে ৪ জন স্যারকে একই সমস্যা নিয়ে ৮ বার দেখিয়েছেন। রতন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম-

- পরীক্ষা করতে বলা হয়েছিল- করেছেন কিনা?

- তিনি বললেন- করা হয়নি?

- সব প্রেসক্রিপসনের সকল ঔষধ খেয়েছেন কিনা বা এখন কোন কোন ঔষধ খাচ্ছেন?

- তিনি বললেন- এখন কোন ঔষধ খাচ্ছি না।

- কারণ কি?

- তিনি বললেন- অনেক কষ্ট করে স্যারদের নাম জেনেছি, সিরিয়াল নিতে কষ্ট হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তারা তাদের চেম্বারের সামনে থাকা অন্য সহযোগী ডাক্তারদের ছাপানো কাগজে আমার তথ্য নিয়েছেন, কিন্তু স্যারেরা আমার সাথে আলাপ না করেই চিকিৎসা দিয়েছেন। আমি তাদের সাথে কোন কথা বলতে পারিনি। তারা একবারও কোনভাবেই আমাকে পরীক্ষা করেননি। আমার কষ্টের কথা তদের বলতে পারিনি। তারা আমার সাথে আলাপ না করে কিভাবে আমার সমস্যা জানবে? মনের মধ্যে দুঃশ্চিন্তা থাকায় ঔষধ কিনলেও আর তা খেতে পারিনি। বর্তমানে অনন্যোপায় হয়ে আমাদের বাড়ির পাশের এক মুরব্বির কাছ থেকে আপনার কথা শুনে এসেছি। আমাকে আপনি বাঁচান। তার কষ্ট দেখে খুব খারাপ লাগল। তাকে বুঝিয়ে বলার পর তার পরীক্ষা মোতাবেক তাকে চিকিৎসা দেবার পর এখন তিনি সুস্থ।

ঘটনা ২:

আমাদের এক মধ্যবয়স্ক বয়োঃজেষ্ঠ সহকর্মী নিয়মিত ধূমপান করেন। হঠাৎ কাশির সাথে রক্ত আসাতে শহরের এক নামী হাসপাতালে দেখালেন। স্বনামধন্য চিকিৎসক তাকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, তার বাম দিকের ফুসফুসে ক্যান্সার হয়েছে। তাকে জরুরী ভাবে অপারেশন করাতে হবে এবং পরিস্থিতি মোটেই ভালো নয়। পরে তিনি অতিশয় মানসিক কষ্টে ভেঙ্গে পরেন। তার স্ত্রী একজন নার্স। আমাদের সাথে আলাপের পর বহু কষ্টে টাকা যোগাড় করে তারা ভারতের ভেলোরে চিকিৎসা করাতে যান। অনেক পরীক্ষার পরে সেখানকার চিকিৎসকরা তার ফুসফুসে ক্যান্সার হয়নি বলে জানান এবং আরো পরীক্ষার পরে তাকে জানান- তার যক্ষা রোগ হয়েছে এবং ৬ মাসের চিকিৎসা দিয়ে ও পরবর্তী ফলো-আপের তারিখ দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা যার পর নাই স্বস্থি পেয়েছেন।

বাইবেলে বর্ণিত লুক ১৮:৩৫-৪৩ পদে আমরা দেখি যিশু যেরিখো থেকে যাবার পথে একজন অন্ধ ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি আমার কাছে কি চাও? আর সে চিৎকার করে বলে- দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে দয়া করুন। আমাকে দেখার সুযোগ করে দিন এবং যিশু তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। এখানে আমরা দেখি- যিশু অন্ধ লোকটির জন্য থামেন, তার কষ্টের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন, তার অভাব, তার কষ্ট বুঝতে পারেন এবং তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। তার জন্য দয়া করেন। তার জীবনে পরম শান্তি এনে দেন। তিনি শুধু তাকে শারীরিকভাবেই সুস্থ করে তুলেননি, মানসিকভাবেও তার মধ্যে প্রশান্তির পরশ এনে দিয়েছেন। তিনি তাকে সার্বিকভাবে এ সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। যিনি ছিলেন, মূল্যহীন, যে কোন কায়িক পরিশ্রম করতে পারতেন না, যিনি ভিক্ষা করতেন, যিনি অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন, তাকে তিনি চোখে আলো জ্বেলে দিয়েছেন, নতুনভাবে বাঁচতে পথ দেখিয়েছেন- স্বাবলম্বি করেছেন।

আমাদের ধর্মগুরু মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ৩০ নভেম্বর - ০২ ডিসেম্বর সফর করেছেন। তিনি ০১ ডিসেম্বর রমনা ক্যাথিড্রালে নেতাদের সমাবেশে বলেছেন- আপনারা যা বিনামূল্যে পেয়েছেন, তা বিনামূল্যেই অন্যের জন্য দিয়ে যান। যা আমরা পবিত্র বাইবেলের *মথি ১০:৮-১০* পদে। আবার ০২ ডিসেম্বরে পুরোহিত, ব্রতধারী ব্রতধারিনীদের সমাবেশে বলেছেন- যারা অন্যের দুর্নাম করে, তারা ডাকাতদের মত তাদের মেরে ফেলে। তিনি বলেছেন- তোমাদের জিহ্বা সংযত কর। তিনি মানসিক আঘাতের কথা বলেছেন। আমরা অনেকেই অন্যকে বিভিন্নভাবে কটুকথা বলে নিজেকে জাহির করি- অন্যকে বিভিন্ন জনের কাছে ছোট করি। এতে আমরা বুঝতে পারিনা। কিন্তু যাকে বলি- তার মন খুব ভেঙ্গে যায়। তিনি হতাশ হন। অনেক ক্ষেত্রে তারা দিগভ্রান্ত হন, নিজের সাথে বোঝাপড়ায় নিজের অনেক ক্ষতি করেন। এমনকি আত্মহত্যাও করতে পারেন। এজন্য বলা হয়েছে, মন ভেঙ্গে দেয়া মানে মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া। ০১ ডিসেম্বরে তিনি রমনায় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে সরাসরি দেখা করেছেন- কথা বলেছেন, তাদের প্রত্যেককে সময় দিয়েছেন, প্রত্যেকজনকে আলাদা করে স্পর্শ করেছেন। তাদের নিয়ে প্রার্থনা করেছেন। বিশ্ববাসী তা অবলোকন করেছেন। তিনি বিশ্ববাসীর মন জয় করে নিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে যাবার সময় তিনি বলেছেন -তিনি তাদের কষ্ট দেখে, কষ্টের কথা শুনে অনেকবার কান্না লুকাতে চেয়েছেন। কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষ তিনি, পিতার মত রমনার বেদীমঞ্চে হাজার জনতার মাঝে তিনি কেঁদেছেন। রোহিঙ্গা শরনার্থীদের কষ্টে তাদের মত একজন হয়ে তাদের কষ্ট মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। এতে তাঁর মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কিংবা নটরডেম কলেজে আপনজন মনে করে তিনি সবাইকে ভালোবাসায় ছুঁয়ে দিয়ে অনেককেই স্পর্শ করেছেন।

কয়েকদিন আগে সংবাদপত্র থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশের চিকিৎসকেরা রোগীদের সবচেয়ে কম সময় দেন। রোগীদের কষ্ট অনুভবের জন্য তাদের কথা ভালোভাবে শোনা দরকার, তাদের কষ্টে তাদের মত কষ্ট অনুভবেই কেবল তাদের জন্য শারীরিক ও মানসিক এমনকি তাদের সার্বিক মঙ্গল (Wholestic) সম্ভব। এজন্য কারিতাস বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি যথার্থই বলেন- শোনার মানুষ হলো সোনার মানুষ। সৃষ্টিকর্তা এ কারণেই বুঝি আমাদের ২টি কান ও ১টি মুখ দিয়েছেন যেন আমরা বেশী বেশী দীন দুঃখী মানুষের কথা শুনি, স্বার্থপরতা ত্যাগ করি, দয়া ও শান্তির সমাজ গড়ি। আমরা যারা মানুষের সেবা করি, মানুষের চিকিৎসা করি, আমাদের উচিৎ শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের কথা ভালোমত শোনা, ফলে রোগীরা মানসিক শক্তি পাবে, মনে শান্তি পাবে এবং তাদের যথাযথ সার্বিক উন্নয়ন হবে। সকল সেবাকর্মীরা আমরা মানুষকে সেবা করার যে সুযোগ পাই, তার মাধ্যমে আমরা প্রকারান্তরে সৃষ্টিকর্তাকেই সেবা করি॥

বিশ্বাস ও নিরাময়

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

পৌল তার 'মাংসের কন্টক,' এক শারীরিক সমস্যা নিয়ে বারবার প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু, দুর্দশাটা দূর করার পরিবর্তে, ঈশ্বর পৌলকে বলেছিলেন: "আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায় *(২ করিন্থীয় ১২:৭-৯)*।"

"আমার অনুগ্রহ তোমার সাথে রয়েছে" সাধু পৌলের প্রতি ঈশ্বরের এই বাণীই পৌলের প্রতি ছিল একটি বিরাট আশীর্বাদ যা তার শরীর ও মনের কষ্টকে লাঘব করে ঈশ্বরের কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল। ঈশ্বরের বাণী আমাদের জীবনের জন্য পরম পাওয়া ও শান্তির আধার। আমাদের শরীরে যত অসুস্থতা বা কষ্ট থাকুক তা শান্ত ও নিরাময় করার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি বিশ্বাসের এই বাণী এক মহৌষধ হিসেবে কাজ করবে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য ঔষধ সেবন করা যেমন জরুরি তেমনি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস ও বিনয়ীপূর্বক প্রার্থনা রাখাও জরুরি। শত কষ্টের মাঝে এই বিশ্বাসই আমাদের শরীর ও মনের উপর শান্তি দিবে, আমাদের মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করায় সাহায্য করবেন। আমাদের জীবনে যেকোনো সমস্যা বা বিপদ আসুক, তা সহ্য করার জন্য ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু জুগিয়ে দেবেন। তার জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস ও প্রার্থনা। আমরা যদি বিশ্বাস করি তবে তিনি সমস্ত কষ্ট সহ্য করার শক্তি দিয়ে আমাদের বলবান ও সাহসী করে তুলবেন। তাই বিশ্বাসে পরিত্রাণের বিষয় আমরা যেন ভুলে না থাকি।

আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ তিনি নিজ পুত্রকে মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে। আমরা তাকে বিশ্বাস না করে বরং আরো অধিক পাপ করেছি, তাকে ক্রুশের উপর অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছি। কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী মৃত্যুর তিন দিন পর যিশু পুনরুত্থিত হয়ে আমাদের চিরস্থায়ী উদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছেন।

যিশু জীবিতকালে পিতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন। তিনি অভাবী, দুঃখী, নিপীড়িত, অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী, ভূতগ্রস্ত, পক্ষাঘাতীদের সুস্থ করেছেন। এই সকল অসুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল যিশুর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও প্রার্থনা, যার ফলশ্রুতিতে তাদের মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতায় আন্তরিক ভাবে সহভাগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ও তাদের সুস্থ করেছেন। আমরা জেরুসালেমের বৈথনিয়া গ্রামের মার্থা ও মারীয়ার ভাই লাসারের মৃত্যুর পর জীবন ফিরে পাবার ঘটনা জানি। যদি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে। মার্থা-মারীয়ার উদ্দেশে যিশু এই কথা বললেন ও প্রার্থনা করলেন। পরে তিনি জোরে ডাকলেন: 'লাসার, বের হয়ে এস!' সাথে সাথে লাসার কবর থেকে ওঠে এলেন। আমরাও যদি বিশ্বাস করি তবে আমাদের সুস্থতার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবো।

পিতা ঈশ্বরের ন্যায় যিশুও আমাদের ভালোবাসেন, তিনি তাঁর স্নেহের ও সান্ত্বনার হাত দিয়ে আমাদের অন্তর স্পর্শ করেন, তার অমৃত ও শক্তিশালী বাক্য আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করেন। আমরা যদি একমনে প্রার্থনা করি তবে ঈশ্বরের কৃপালাভের সাথে সাথে আত্মিক সুস্থতাও লাভ করবো। যিশুর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সাথে আমাদের এক নিবিড় সম্পর্ক বা সন্ধি স্থাপিত হয়েছে আর সেই সন্ধির ফলে আমরা ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করি। আমরা বারবার পাপে পতিত হই তারপরও ঈশ্বর আমাদের ত্যাগ করেন না বরং ডাকলে তিনি সাড়া দিয়ে আমাদের সাথেই থাকেন এবং মন পরিবর্তন করতে পথ দেখান।

আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা প্রার্থনায় যাজকের মুখে উচ্চারিত হয় "আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণা তোমাদের মধ্যে বিরাজ করুক।" আমি বিশ্বাস করলেই যাজকের এই উচ্চারণ সত্য ও পবিত্র হয়ে ওঠে। ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন শুধু খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার পর মরে যেতে নয়, বরং কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তিনি আমাদের নিযুক্ত করেছেন মানুষকে ভালবাসার মধ্যে দিয়ে তাকে মানতে, ভালবাসতে ও তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পরিচর্যা করতে। আর সেই উদ্দেশ্য বুঝতে পারবো তখনই যখন বিশ্বাস ও ভালোবাসায় আমরা তার কাছাকাছি থাকবো। আমাদের প্রতিদিনের আহার নিদ্রা ও কাজের মত আরো একটি কাজ হলো ঈশ্বরের সাথে প্রার্থনায় মিলিত থাকা। আর এই মিলিত থাকার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে সুস্থতা ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারব।

পৃথিবীর আজকের এই করোনা মহামারির দুর্যোগকে আমরা কেউ কেউ ঈশ্বরের অভিশাপ হিসেবে মনে করছি। কিন্তু এমনটা ভাবছিনা যে আমরাই দিনের পর দিন যেভাবে পৃথিবীর আলো বাতাস ও জলকে বিষাক্ত করেছি এটি তারই ফল। মহামারিতে বিশ্বে মৃত্যু ঘটেছে ৫৫ লক্ষেরও অধিক মানুষের। এই মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এর পরিমাণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমরা কেউ জানিনা। তবে এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আমরা যেন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টি এই পৃথিবীর যত্ন নেই, তবেই ঈশ্বর নিজ হাতে আমাদের এই অসুস্থতা থেকে রক্ষা করবেন। আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসই যেন ঈশ্বরের নামে হয়, আমাদের বিশ্বাস যেনো সুদৃঢ় হয় তবেই আমরা পৃথিবীতে বুক ভরে নির্মল বাতাস গ্রহণ করে সুস্থ থাকতে পারবো।

আমাদের জীবনে অসুস্থতা ও দুর্যোগ আসে ভেঙ্গে পরার জন্য নয়; বরং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য। শারীরিক অসুস্থতায় ও বিপদে যেভাবে ঈশ্বরকে ডাকি তেমনি আনন্দ ও সুখের দিনেও যেন ঈশ্বরকে সঙ্গে রাখি। আমাদের দৈনন্দিন কাজ, ভালো-মন্দ, সুস্থতা-অসুস্থতা সবটাই যদি ঈশ্বরের চরণতলে রাখি, তিনি সেই সকল যত্নসহকারে তুলে রাখবেন, আমাদের অন্তরে বাস করবেন ও আমাদের শরীর-মনকে সম্পূর্ণ নিরাময় করবেন। তিনি অপেক্ষা করেন কখন আমরা তার দরজায় আঘাত করবো। আমাদের ডাক পেলেই তিনি ভালোবাসা দিয়ে আমাদের ভরিয়ে তুলেন। আমরা দায়ূদের পরামর্শ অনুসরণ করতে পারি: "তুমি সদাপ্রভুতে আপনার ভার অর্পণ কর; তিনিই তোমাকে ধরিয়া রাখিবেন, কখনও ধার্মিককে বিচলিত হইতে দিবেন না *(গীতসংহিতা ৫৫:২২)*।"

আসুন আমরা প্রার্থনা করি, ধার্মিকতাপূর্ণ জীবন-যাপন করি এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসায় সুস্থ দেহ-মন নিয়ে বেঁচে থাকি॥

বকচর থেকে তুইতাল

ড. ইসিদোর গমেজ

আজও তুইতাল ধর্মপল্লীর কিছু মানুষ জানেন বকচর নামক গ্রামে (স্থানে) তাদের মিশনের প্রথম গির্জা প্রতিষ্ঠিত/স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু আজ এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি তুইতাল ধর্মপল্লীর বকচর গির্জার সঠিক ইতিহাস বলতে পারবেন। আমার প্রজন্মের বেশ কয়েকজন আছেন, যারা ধনাই ডি' ক্রুজ, সাধু মাদ্দর, আলেচ মাষ্টার, লিও মাদ্দর, জন পোদ্দার, মাইকেল মাষ্টার, যাকোব পোদ্দার, কানাই পোদ্দার, গোলাপ চিন্তা, পুরান তুইতাল ঠাকুর বাড়ির মিলি বুড়ি (ভানির মা), সোনার্তন ফাত্রার মা, নতুন তুইতালের মুক্তলাল, মেথু সাহেব, আলম ডাক্তার, মতি পিরিচ ও আরও কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন বা দেখেছেন। এদের প্রায় সবাই সমাজ সচেতন ও সুশিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তাদের কাছ থেকে মুখে মুখে তুইতাল বকচরের অনেক গল্পই শুনেছি। কিন্তু তাঁরাও তেমন কোন ইতিহাস লিখে রেখে যান নি, আর আমরাও সময়ের সদ্ব্যবহার করে তাদের বলা কথা লিপিবদ্ধ করে রাখিনি। কোন কোন সময় বিশেষ কোন পালা-পার্বণ, জুবিলী বা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে স্মরণিকায় কিছু ইতিহাস লেখা হয়েছে, যার কোন ডকুমেন্টারী ভিত্তি থাকে না। তবে কাথলিক মণ্ডলীতে পুরোহিত বিশপগণ তাদের কাজের দৈনন্দিন/মাসিক/বার্ষিক কার্যবিবরণী বা ডায়রী (ক্রনিক্যাল) নিয়মিত লিখতেন এবং তাদের উর্ধতন কতৃপক্ষের নিকট পাঠাতেন। কিন্তু সেগুলো অনেকটা গোপনীয় প্রতিবেদনের মত। সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের জন্য তা কখনো উন্মুক্ত হতো না। সুতরাং সেই ইতিহাস প্রকাশিত হতো না।

যেরোম ডি' কস্তা হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি "বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী" নামক বাংলা ভাষায় ৫১৫ পৃষ্ঠার একটি ইতিহাস পুস্তক রচনা করে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন। ফাদার এ. জ্যোতি গমেজ কর্তক প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে আগস্ট ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বৃহৎ আকারের বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এটি হলো বাংলা ভাষায় রচিত বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলী সম্পর্কে প্রথম ও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ। বইটি "প্রথম খণ্ড" হিসাবে মুদ্রিত হলেও আজ অবধি তার দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়নি। দুঃখের বিষয় হলো এই আকর গ্রন্থটির একটি কপিও বাজারে বা সাধারণ লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে না।

যেরোম ডি' কস্তার "বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী" পুস্তকের ৪৭৩-৪৭৭ পৃষ্ঠায় তুইতাল ধর্মপল্লীর ইতিহাস ও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৩০ মে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তুইতাল পবিত্র আত্মার নতুন গির্জা আশীর্বাদ ও উদ্বোধন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় ষ্টিফেন ডি' ক্রুজের লেখা "তুইতাল ধর্মপল্লীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রবন্ধে এ ধর্মপল্লীর গোড়াপত্তন, বকচর গির্জা, দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। এই ইতিহাস রচনায় আমার পিতা মাইকেল গমেজ মাষ্টার বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমিও আমার বাবার কাছ থেকে বকচর গির্জা ও ফাদারদের সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি।

এসব থেকে সংক্ষেপে তুইতাল ধর্মপল্লীর ইতিহাস হলো এরকম:

সম্ভবতঃ ১৬৮২ থেকে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার লরিকুল থেকে ঝনকি, নারিশা, মালিকান্দা হয়ে কাথলিকগণ তুইতাল এলাকায় বসতি গড়ে তুলেন। তবে সোনাবাজু গ্রামের লোকেরা ঐসব জায়গা ছাড়া হয়তো হরিরামপুরের পিপুলিয়া এলাকা থেকেও এসেছিল।

১৬৯৫ থেকে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে নাগরী থেকে (মুশুরীখোলা হয়ে?) যাজক গিয়ে তুইতালের কাথলিকদের ধর্মীয় পরিচর্যা করতেন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হাসনাবাদে ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠার পর তুইতাল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর অধীন ছিল। এতে তুইতালের কাথলিকদের যথাযথ পালকীয় পরিচর্যা, ধর্মশিক্ষা, বাপ্তিস্ম, বিবাহ-সংস্কার, মৃতদের সমাধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসুবিধা হতো।

তুইতাল ও সোনাবাজুর কাথলিকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাইলাপুরের বিশপ হেনরিক্ দা সিলভা ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে তুইতাল গির্জা প্রতিষ্ঠার আদেশ জারি করেন। অর্থাৎ একই বছরের জুন মাসে নতুন তুইতাল থেকে সোনাবাজু গ্রামের যাতায়াতের পথে রাস্তার পাশে, বকচর গ্রামে একটি গির্জা নির্মাণ করা হয়। তখন হাসনাবাদ মিশনের সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার নর্বার্ত আভেলিনো লবো বকচর গির্জার পালপুরোহিত নিযুক্ত হন। এই বকচরে বাঁশ/ছনের বেড়ার গির্জা যে জমিতে নির্মিত হয়েছিল, সে জমি কবে, কার কাছ থেকে কেনা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন তথ্য ছিল না। বকচর এলাকার যে স্থানে গির্জা নির্মাণ করা হয়েছিল সেটি বিল/চক-এর লাগোয়া নীচু জমি। এখানে স্থাপনা/বাড়ি তৈরী করতে হলে কম করে হলেও দশ ফুট মাটি ভরাট করে ভিটা বাঁধতে হতো। যা-ই হোক এসম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য অনেক পুরানো নথি/দলিল পত্র ঘাটতে হবে। তবে পাওয়া অসম্ভব নয়।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তুইতাল ধর্মপল্লীর কাথলিকদের সংখ্যা ছিল ৬০০ জন। সেখানে সাধু টমাস আকুইনাস প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষার্থী ছিল ৩৫ জন। এই বকচরেই ফাদার জে জে পেরেরা ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যাটিখিস্টদের জন্য গির্জার পাশে একটি টিনের ঘর তৈরী করেন। আর তিনিই প্রথম পুরোহিত যিনি বকচরে থেকে পালকীয় কাজ করতে থাকেন। কিন্তু বকচর গির্জার অবস্থান পুরান তুইতাল, নতুন তুইতাল এবং প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী সোনাবাজু গ্রামের লোকদের যাতায়াত ও নানাবিধ অসুবিধার কথা বিবেচনা করে দুই তুইতালের মধ্যবর্তী কোন স্থানে গির্জা করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ মাইলাপুরের বিশপ পালকীয় সফরে তুইতাল এলে নতুন জায়গা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয় এবং উপযুক্ত জমির সন্ধান হতে থাকে। ঐ বছর তুইতাল মিশনের নতুন পাল-পুরোহিত হয়ে আসেন ফাদার এস সেবাস্তিয়ান দ্য কুনো। মিশনবাসী ও তাঁর প্রচেষ্টায় তুইতাল গির্জার বর্তমান স্থানে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট তুইতাল গির্জার জন্য জমি ক্রয় করা হয়। কিন্তু এখানে পরিপূর্ণভাবে গির্জা নির্মাণ করতে প্রায় দশ বছর সময় লেগেছিল। অর্থাৎ তখনও গির্জার সমস্ত কর্মকাণ্ড, বিদ্যালয় পরিচালনা, ক্যাটিখ্রিস্টদের কার্যক্রম পরিচালিত হতো বকচর থেকে। ইতিমধ্যে আরও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল মেয়েদের জন্য। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বালক ও বালিকাদের স্কুলে মোট ১৫০ জন ছেলে-মেয়ে ছিল। ইতিহাস বলে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল ঝড়ে বকচরের গির্জা ও স্কুলের চাল উড়ে গেলে তা মেরামত করে কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছিল। একই সাথে দুই তুইতালের সংযোগস্থলে ক্রয়কৃত জমির দক্ষিণ কোণে একটি ছনের ঘর তৈরী করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে রবিবাসরীয় মিসা ও বিদ্যালয়ের কাজ বকচর থেকে তুইতালে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

আমার বাবা মাইকেল মাষ্টারসহ আরও কয়েকজন বর্ষীয়ান ব্যক্তির কাছ থেকে শোনা, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে বকচরের আবাসিক ফাদার যোসেফ পেরেরা রাতের বেলা নিসকানইন্দার মত কোন কিছু দেখে ভীষণ ভয় পান এবং পরবর্তীতে অসুস্থ হয়ে পড়েন ও দেশে ফিরে যান। তিনি আর তুইতাল আসেন নি। অনেকের ধারণা বকচরের সবকিছু ছেড়ে তুইতাল চলে আসার পিছনে এটাও একটা কারণ ছিল। সে যাই হোক, আমার কৌতুহল, বকচর ছেড়ে তুইতাল আসার পর সেই বকচর গির্জার জাকজমকপূর্ণ কর্মকাণ্ড, দু'টো স্কুল, ক্যাটেখ্রিস্টদের অফিস, ফাদারের বাসস্থানসহ সবকিছুর কি ব্যবস্থা হয়েছিল?

জে জে এ ক্যামপোসের লেখা, "হিস্টোরী অফ দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল" পুস্তক থেকে (পৃষ্ঠা-২৫০) জানা যায় যে, মাইলাপুরের বিশপ ডোম হেনরিক দ্যা সিলভা ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে যখন তুইতালকে আলাদা প্যারিশ ঘোষণা করেন

তখন তুইতালের কাথলিকদের সংখ্যা ছিল ৯২০ জন। এই প্যারিশ তখন 'সেন্ট টমাস স্কুল' নামে ছেলেদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, 'আওয়ার লেডি অফ লুর্ডেস স্কুল' নামে মেয়েদের স্কুল এবং ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য 'সানডে স্কুল' পরিচালনা করতো।

সোনাবাজু গ্রামের বাঁশীর মা লুইজা গমেজ নামক মহিয়ষী ধার্মিকা নারী (গুরু মা) স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দান করতেন এবং প্রতি রবিবার ও পালনীয় দিনগুলোতে সোনাবাজু থেকে ছেলে-মেয়েদের বকচর গির্জায় নিয়ে আসতেন।

পুরান তুইতাল গ্রামের জন পোদ্দারের স্ত্রী মার্থা গমেজ, মাদার তেরেজা সম্প্রদায়ের সিস্টার মাগ্রেট মেরী'র মা, তুইতাল গ্রামের মেয়ে না হলেও পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল বলে তুইতাল-বকচর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন তিনি। তাঁর ভাষ্য মতে মাইলাপুরের বিশপ বকচর গির্জায় যাওয়ার পথে তুইতাল বর্তমান গির্জার জায়গাটা আশীর্বাদ করেন। জন গমেজ পোদ্দারের সাথে তাঁর বিবাহ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তুইতাল পবিত্র আত্মার নতুন গির্জায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমার পিতা মাইকেল গমেজ মাষ্টার পুরান তুইতাল চৈতার মা'র বাড়িতে ১৮ নভেম্বর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন, তাঁর বাপ্তিস্ম হয়েছে বকচর গির্জায়। সম্ভবতঃ তখন তুইতাল মিশনের বকচর গির্জার পাল-পুরোহিত ছিলেন ফাদার মেনেজিস। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল বকচর সাধু আকুইনাস স্কুলে। প্রধান শিক্ষক ছিলেন নতুন তুইতাল গ্রামের দুলাই মাষ্টার (প্লাসিড ডি' রোজারিও)। নতুন তুইতাল গ্রামের চুইনাবাতার বাড়ী (বকচর গির্জার অতি নিকটে) মুক্তলালের জন্ম ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, তার বাপ্তিস্ম হয়েছিল বকচর গির্জায়। তখন পাল পুরোহিত থাকতেন হাসনাবাদে। সেখান থেকে বর্ষাকালে নৌকায় এবং শুকনো মৌসুমে পালকিতে করে ফাদার প্রতি রবিবার বকচর গির্জায় এসে খ্রিস্টযাগ দিতেন। রেকর্ড অনুযায়ী তখন তুইতাল মিশনের পাল-পুরোহিত ছিলেন ফাদার মারকুইস লবো (১৯১৭-১৯২১)। মুক্তলাল একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, বকচর গির্জার কাছে ফাদারের মালী আইজম্যার বাড়িতে গির্জায় উপাসনার মোমবাতি, ফুলদানি এবং খ্রিস্টযাগের অন্যান্য জিনিষপত্র থাকতো। শ্রী দুলাই মাষ্টার শিক্ষকতার পাশাপাশি ক্যাটিখিস্টের কাজও করতেন এবং প্রতিদিন গির্জার ঘন্টা বাজাতেন, শেষ ঘন্টা বাজাতো সন্ধ্যা ৮ টায়। উল্লেখিত আইজম্যা মালীর বংশধর (আজিম উদ্দিন, আজম সেখ, আইজউদ্দিন?) বকচরের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের সূত্র হতে পারে।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে পুরান তুইতাল গ্রামের লিও মাদ্দরের স্ত্রী, অর্থাৎ ব্রাদার ডানিয়েলের মা আন্তনীয়া ফুলমতি রোজারিও এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯৬/৯৭ বছর। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন হাসনাবাদ তালগাইছা (নানীর) বাড়িতে। তবে বাবার বাড়ি পুরান তুইতাল ঠাকুর বাড়ি, বাবা বেনেডিক্ট গমেজ ও মাতা ডোমিঙ্গা গমেজ। লিও ডি' রোজারিও'র জন্ম ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ফুলমতি গমেজকে বিয়ে করেন। তাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বকচর গির্জায়। ফুলমতি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন বকচর বালিকা বিদ্যালয়ে। তাঁর ভাষ্যমতে বকচর গির্জায় রবিবার দিন দুইটা খ্রিস্টযাগ হতো, ফাদার হাসনাবাদ থেকে বকচর গির্জায় আসতেন।

আমি শৈশবকাল থেকে বাবার মুখে বকচর গির্জা, তুইতাল মিশন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। যেহেতু মাইকেল মাষ্টার শিক্ষকতার পাশাপাশি গির্জায় পুরোহিতদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে সংযুক্ত ছিলেন সেজন্য তিনি অনেক ইতিহাস জানতেন। আমার দুর্ভাগ্য তাঁর বলা কথাগুলো তেমন গুরুত্ব দিয়ে শুনতাম না এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘটনাগুলো জানতে চাইনি। তিনি কিশোর বয়স থেকে গির্জায় ফাদারদের সাথে কাজ করেছেন, মিসায় সেবক হতেন, পত্রপাঠ করতেন। বকচর ছেড়ে তুইতাল নতুন গির্জা নির্মাণকালে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পাল-পুরোহিত হয়ে আসেন ফাদার ইসিদোর দা' কস্তা (১৯২২-১৯২৬)। তখন মাইকেল গমেজ কাজে কর্মে ফাদার ডি' কস্তার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। ফাদারের অনুপ্রেরণায় একসময় তিনি ফাদার সেমিনারীতে গিয়েছিলেন। মনসিনিয়র ইসিদোর ডি' কস্তা আমার বাবাকে সন্তানতুল্য স্নেহ করতেন এবং আমাদের পুরো পরিবারের আদর্শ ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন ডি'কস্তা ফাদার। তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তেজগাঁও কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আবার বকচর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমরা ছোটবেলায় শুকনো মৌসুমে তুইতাল থেকে হেঁটে সোনাবাজু যেতাম নতুন তুইতাল ডাইয়ার বাড়ি ও ফাদার আবেলদের মাষ্টার বাড়ির মাঝের সরু রাস্তা দিয়ে নৌকা/বাঁশের/কাঠের পুল পাড় হয়ে হিন্দুদের কালিখোলার পাশ দিয়ে সোজা পশ্চিমে হালট (বর্তমানে সড়ক) ধরে। কিছুদূর গেলেই রাস্তার দক্ষিণ দিকে তালগাছ-হিজলগাছ বেষ্টিত একটা উঁচু ভিটা দেখিয়ে বাবা/মা বলতেন "ঐ দেখা যায় বকচর গির্জার ভিটা"। এভাবেই বকচরের ঐ গির্জার ভিটার সাথে আমার পরিচয়। আমার মত তুইতাল ও সোনাবাজুরের অনেক মানুষের কাছে বকচর নামটি পরিচিত ছিল। আমার চেয়ে ৫/৬ বছরের বড় অজিত ডি'ক্রুজ সম্প্রতি তার ছোটবেলার একটি ঘটনা সহভাগিতা করেছেন। সেটি কতটুকু নির্ভরযোগ্য জানি না, তবুও উল্লেখ করছি। তার ভাষ্যমতে, ১৯৫০/৫২ খ্রিস্টাব্দের কথা। তিনি তার বাবার সাথে আপন পিশিমার বাড়ি সোনাবাজু গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথে বকচরের ঐ ভিটার কাছে গেলে তার বাবা রাস্তা থেকে দক্ষিণে গিয়ে পানি পান করতে চাইলে সাদা পোশাক পরিহিত বিদেশী মহিলা (সম্ভবত সিস্টার বা নার্স ধরনের) বিশেষ গ্লাসে করে পানি দিয়েছিলেন। যদি বিষয়টা এমনই হয়, তবে তল্লাশি করে, মাইলাপুর, গোঁয়া বা লিসবনের চার্চে সংরক্ষিত নথি বা রেকর্ড থেকে তথ্য উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব নয়।

বকচর প্রসঙ্গটি আমার ভাবনায় আবার উঠে আসে ১৯৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দে। আপনাদের নিশ্চয়ই ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ বন্যার কথা মনে আছে। ঐ বন্যার সময় তুইতাল গার্লস স্কুলের মাটির ফ্লোর, পিড়া ও বেঞ্চ-টেবিল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাইস্কুলের ছাত্রীদের পাঠদান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। একইভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিভাবে স্কুলঘরগুলো সংস্কার করা যায় সে চেষ্টা করা হচ্ছিল। এরই মধ্যে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দুষ্কৃতিকারীরা রাতের আঁধারে আগুন দিয়ে ভস্মভুত করে। মরার উপর খাড়ার ঘা। স্কুলগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনার সাথে সাথে সার্বিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়। আমার পরিচিত ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ-এর উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পুঃনির্মাণের পাশাপাশি কাছাকাছি আরও একটি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে সম্মত হয়। আলোচনা চলতে থাকে ঢাকা ও গ্রামে, আমার সাথে ছিলেন পিটার এ গমেজ, ষ্টিফেন ডি' ক্রুজ, পল স্বপন গমেজ, মেরী দিদি এবং ওয়ার্লড ভিশন-এর পক্ষে সিলভেষ্টার হালদার, এলবার্ট রোজারিও ও আরও কয়েকজন। আমরা অনুধাবন করি যে, পুড়িয়ে দেয়া প্রাইমারী স্কুলে আশে পাশের এলাকার বাচ্চাদের ভর্তির প্রচণ্ড চাপ ছিল, ফলে আরও একটি স্কুল স্থাপন করলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এলাকা/স্থান নির্ধারণ। আমার মাথায় ছিল বকচর। আমি এবং পল স্বপন গমেজ (ব্যাংকার) তুইতাল গির্জার পশ্চিম পাড়ের পরিচিত কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ করি। ওপাড়েও তুইতাল মৌজা ও গ্রামের অংশ। এর পশ্চিমে হলো বকচর। প্রথমেই আমার স্নেহভাজন রফিক বিশ্বাস ও স্বপনের বন্ধু ব্যাংক অফিসার আব্দুল হাকিমের সাথে কথা বলি। তাদের আগ্রহ ও সহযোগিতায় একদিন পড়ন্ত বিকেলে হাকিমদের বাড়ির উত্তর পাশে ৩০/৩৫ জন উৎসাহী মানুষ নিয়ে একটি আলোচনাসভা করি। উপস্থিত ছিলেন নুরু পত্তনদার (মেম্বার), শাহনুর, আলতাফ, আনোয়ার, রফিক বিশ্বাস এবং বকচর গ্রামের কয়েকজন। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়, এক সপ্তাহের মধ্যে অন্তত দেড় বিঘা জমি স্কুলের জন্য দান বা ক্রয় সম্পন্ন করে দলিল জমা দিতে হবে ওয়ার্ল্ড ভিশন কর্তৃপক্ষের অফিসে। অবিশ্বাস্য

হলেও সত্য, মোঃ রফিক বিশ্বাস এক সপ্তাহের আগেই স্কুলের পক্ষে রেজিষ্ট্রি দলিল নিয়ে ঢাকায় আমার অফিসে এসে উপস্থিত হয়। এ ভাবেই শুরু হয়ে গেল একসাথে তিনটা স্কুলের কাজ- বকচরে নতুন প্রাইমারী স্কুল, তুইতাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনঃনির্মাণ এবং তুইতাল গার্লস হাইস্কুল ভবনের ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়ন। আমাকে মধ্যস্থতাকারী/সমন্বয়ক হিসেবে থাকতে হলো। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হলো ওয়ার্ল্ড ভিশনের পার্টনারশিপ "তুইতাল সিডি প্রজেক্ট"। আমাকে দীর্ঘ আট বছর দায়িত্ব পালন করতে হলো এই প্রজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে। ভাইস চেয়ারম্যান- ষ্টিফেন ডি' ক্রুজ, সেক্রেটারী পল স্বপন গমেজ, ৩ জন সদস্য হলেন যোসেফ নির্মল গমেজ, মেরী গমেজ (দিদি) ও টমাস গমেজ।

বকচরে প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারায় আমার আনন্দের সীমা ছিল না। মোঃ রফিক উদ্দিন বিশ্বাস প্রধান শিক্ষক হিসাবে স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে অবিশ্বাস্য গতিতে বিদ্যালয়টির উন্নতি হতে থাকে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে ঐ স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার শত হয়ে যায়। এবং অতি অল্প সময়ে সেটি সরকারের অনুমোদন লাভ করে। ইতিমধ্যে বকচর প্রাইমারী স্কুলে সরকারের ফ্যাসিলিটি বিভাগ থেকে পাকা ভবন নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। বছর দু'য়েক আগে রফিক মাষ্টার অবসরে গিয়েছেন। তার বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলাম। তাঁকে অনেক সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

বকচর প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে বকচর-তুইতাল এলাকার জনগণের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সাময়িক কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সৃষ্টি হলে আমরা সম্মিলিতভাবে তা সমাধান করেছি। উঁচু প্রাচীরঘেরা তুইতাল চার্চ ক্যাম্পাসের বাহিরে "প্রভাতি বাজার" নামে একটি মার্কেট হয়েছে। সেখানে একটি ব্যাংক, ডাক্তারখানা, সমবায় সমিতির অফিসসহ বেশ কিছু স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বকচর প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়, ১৯৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে আমি পল স্বপন গমেজকে নিয়ে বকচর গির্জার ভিটা পরিদর্শন করেছিলাম। এরপর আর সেখানে যাওয়া হয়নি, তেমন কোন চিন্তা ভাবনাও করিনি। সম্প্রতি আমার নিজস্ব দায়িত্ববোধের কারণে আমি তুইতাল ধর্মপল্লীর আদিভূমি বকচর গির্জা সম্পর্কে জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি। তুইতাল ধর্মপল্লীর একজন সদস্য হিসেবে অনুভব করি, বকচর গির্জার পবিত্র জায়গা এভাবে অবহেলায় পড়ে থাকতে পারে না।

অবশেষে ডিসেম্বর ২০২১ এর মাঝামাঝি আমি একজন বিশ্বস্ত মানুষের সন্ধান করতে থাকি যিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বকচর গির্জার জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য বের করে দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে আমি মালিকান্দা খ্রিস্টান কবরস্থান উদ্‌ঘাটন করার অভিজ্ঞতা ও কৌশল অবলম্বন করি। আমার স্নেহভাজন একজনকে পেয়েও যাই। তিনি সার্ভেয়ার কাম দলিল লেখক। আমার নির্দেশনা মোতাবেক প্রথমে সে আমাকে মৌজাম্যাপ দেখে বকচর গির্জার দাগ নম্বর চিহ্নিত করে দেন। আমি জানি ঐ ভূমির সিএস ও এসএ দাগের রেকর্ডিয় অবস্থা জানতে হলে সার্টিফাইড পর্চা প্রয়োজন। আর এর জন্য টাকা খরচ করতে হবে। আমি তাকে সবুজ সংকেত দিলে সে কাজ শুরু করে দেয় এবং মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে দুইটি সার্টিফাইড পর্চা আমার হাতে পৌঁছে দেয়। পর্চা দুটো দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ি। সিএস পর্চায় খতিয়ান নং: ৭৭, জে এল নং ৮৬, পরগণা: জাহাঙ্গীরনগর, তৌজি নং: ৩১২৮। অত্র খতিয়ানে ৫টি দাগের ষোল আনা দখলকার হলেনঃ **বিশপ অব মাইলাপুর, পক্ষে হোসেনাবাদের পাদ্রী সাহেব**। জোত- রায়ত। স্থিতিবান। দাগ নং ৫- জলা: ২৬ শতাংশ; দাগ নং ২৮ গির্জা: ৫৮ শতাংশ; দাগ নং ১৮ রাস্তা: ৩১ শতাংশ; দাগ নং ১৬/২৪৫ রাস্তা: ১৮ শতাংশ; দাগ নং ২৯/২৪৬ রাস্তা: ৪১ শতাংশ। মোট জমির পরিমান- ১৭৪ শতাংশ। কিন্তু এসএ খতিয়ানে অন্যদের নাম থাকলেও **২৮ নং দাগে ৫৮ শতাংশ ভূমি গির্জা হিসাবে আছে**।

এমতাবস্থায় আমি গত শুক্রবার ৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ একাকী ঢাকা থেকে বান্দুরা হয়ে সরাসরি বকচর গ্রামে চলে যাই। উদ্দেশ্য সরেজমিনে বকচর গির্জার জায়গা পরিদর্শন করা। সাথে নিয়েছিলাম মৌজা ম্যাপ ও বর্তমান আরএস দাগ নম্বর ও খতিয়ানের তথ্য। ভর দুপুর বেলা বকচর প্রাইমারী স্কুল থেকে পূর্ব দিকে ২৫০/৩০০ ফুট গিয়ে বা দিকে (উত্তর) মোড় দিয়ে ইট বিছানো রাস্তা ধরে শেরপুর কালিবাড়ি টু সোনাবাজুমুখী সড়কের সংযোগস্থলে পৌঁছতে ৫/৬ মিনিট লাগলো। সেখান থেকে পশ্চিমে মোড় নিয়ে সোজা শেরপুর-সুজাপুর খালের উপর পাকা কালভার্ট (পুল) এর কাছে পৌঁছে দক্ষিণ দিকে তাকাতেই দেখা গেল উঁচু তালগাছ হিজলগাছ বেষ্টিত একটি ভিটা। বুঝতে দেরি হলোনা যে, ওটাই আমাদের বকচর গির্জার পবিত্র ভূমি। সড়কের ঢাল বেয়ে নীচে ২/৩ টি সরিষা ক্ষেত পেরিয়ে পৌঁছলাম কাঙ্ক্ষিত বকচর গির্জার শূন্য ভিটায়। শূন্য বলছি এ কারণে যে, এখন সেখানে ঘর-বাড়ির কোন চিহ্ন নেই। একেতো ভর দুপুর (১ঃ২০), তার উপর কিছুটা জঙ্গল ও আগাছায় ভরা, নির্জন স্থান। ভিটার পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়ে দেখা গেল ইট দিয়ে গাঁথা বড় কয়েকটি পাকা কবর। আমি সময়ের সদ্ব্যবহার করে মোবাইল ক্যামেরায় ভিডিও ও স্টিল ছবি তুলে নিলাম। দেখা গেল কবরস্থানের ভিটার পাশে ও উপরে দুই/তিন ট্রাক নতুন ইট স্তুপ করে রেখেছে কেউ। ফ্রেশ বালির ঢিবিও আছে। গির্জার ভিটার চারিদিকে ও উপরে কয়েকটি আরসিসি খুঁটি দেখে বুঝতে পারলাম কেউ মাপ-জোক দিয়ে সীমানা নির্ধারন করে খুঁটি পুঁতেছে। এসব দেখে বেশ খারাপ লাগলো, আমাদের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে বকচর গির্জার পবিত্র স্থানের আজ এই করুণ অবস্থা।

ভিটার উপরে বেশ পুরানো একটি বড় কবর

আমি ভয়ার্ত চিত্তে ভিটার উপরে উঠে সবকিছু প্রত্যক্ষ করলাম। নামফলকসহ কবরটির ছবি তুললাম, কিছু ভিডিও করলাম। একটি কবরে টাইলস লাগানো এবং এর দক্ষিণ দেয়ালে এপিটাফ। এতে লেখাঃ **মরহুম আহম্মদ খাঁন, মৃত্যু তাং- ০৩-০৮-২০০৬ ইং, রোজ শুক্রবার, গ্রাম- শেরপুর**। অবশেষে বেলা দুইটার দিকে কিছুটা বিমর্ষ মনে গির্জার ভিটা ছেড়ে উত্তরের শেরপুর-সোনাবাজুগামী সড়কে এসে উঠলাম এবং তুইতাল গির্জার দিকে ফিরে চললাম, সঙ্গে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

তথ্যসূত্র

০১. বাংলাদেশে কাথলিক মন্ডলী: যেরোম ডি'কস্তা; প্রথম খন্ড (১৯৮৮); প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা।

০২. History of the Portuguse in Bengal. J.J.A. Campos (1919); Butterworth & Co. (India), LtD., 6 Hastings Street, Calcutta.

০৩. স্মরণিকা, তুইতাল পবিত্র আত্মা নতুন গির্জা আশীর্বাদ ও উদ্বোধন: ৩০ মে, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

হেইল পলাশ দা!

সুনীল পেরেরা

মেয়েটির নাম শিখা। পাড়ার ছেলেরা নাম দিয়েছে অগ্নিশিখা। কেউ বলে মোনালিসা। ডিমভাঙ্গা কুসুমের মত গায়ের রং। নিটোল চিবুক। পা দু'টি যেন মাখন দিয়ে তৈরি। পাখীর বাসার মত দু'টি চোখ। এ চোখের চাহনিতে সাগরের তল পর্যন্ত দেখা যায়। মনে হয় যেন ভোরের উদিত সূর্যটা ওকে চুমু খাচ্ছে। সবে মাত্র গায়ে যৌবন ঝনঝন করতে শুরু করেছে। এখনো যুবতী হয়ে ওঠেনি, তবু কবিতার মত ওর দেহবল্লবী। ঝর্ণার জলের মত স্বচ্ছ গলা, কলকল করে কথা বলে। চলার পথে গ্রীবা বাঁকিয়ে পেছন ফিরে যখন তাকায়, তখন সদ্য গোঁফওঠা ছেলেদের পরাণে তিরতিরিয়ে নাচন ওঠে। ওর তাকানোর ভঙ্গিমায় যেন আকাশ আলো হয়ে যায়। ওর সুরেলা কণ্ঠে যেন মন্দিরের কারুকাজ। এ বয়সেই জাত শিল্পীদের অনেকেরই বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ বলে, এ মেয়ে মানবী নয়। ঢেউভাঙ্গা সমুদ্র থেকে উঠে আসা কোন সাগরকন্যা। তাই ওর মধ্যে রয়েছে সুরের সমুদ্র। বিজ্ঞজনেরা বলেন, স্বপ্নের নারীরাই নাকি সুন্দর হয়। কিন্তু এ মেয়ে তো শকুন্তলা, স্বপ্নকেও হার মানিয়েছে। চোখের নীলমণি নাচিয়ে যখন কথা বলে তখন রকবাজ ছেলেদের চোখ কপালে উঠে যায়। আহা, কী অপরূপ!

এসব বর্ণনা শুধু পাড়ার ছেলেদের নয়। নাটকপাড়ার হিরোদেরও মন কেড়েছে। এই রূপবতী তরঙ্গিনীর প্রতি ইদানিং সঙ্গীত জগতের অর্থাৎ ফিল্ম এর জাদরেল প্রযোজক পরিচালকদেরও চোখ পড়েছে। গান শুনে অনেকেই খোঁজ খবর নিতে শুরু করেছে। আহা কী গায়কী! যেন সুর ঝরে পড়ে। একজন সিনেমার সঙ্গীত পরিচালক ওর বাবার সাথে ফোনালাপও করেছে। ভবিষ্যতে সুপার স্টার হবার রঙিন রাজকীয় স্বপ্নও দেখাচ্ছে।

পলাশদা ছেক-খাওয়া যুবক। পাড়ার যুবকদের গুরু। তার জীবনের অভিজ্ঞতা বন্ধুদের চেয়ে অনেক পরিপক্ক। বিয়ে না করেও বিবাহিত জীবনের নারী-নক্ষত্র তার জানা। একবার বিদেশ যাবার আশায় আমেরিকা প্রবাসী এক যুবতীর পাল্লায় পড়ে নাকানি-চুবানী খেয়ে শিক্ষা হয়েছে। সেই থেকে পলাশদা প্রতীজ্ঞা করেছিল জীবনে আর কোনদিন বিয়ে করবেনা। এমন কি কোন নারী বিষয়ক আলোচনায়ও সে চুপ করে বসে থাকে, একটা মন্তব্যও করে না। কিন্তু শিখার ব্যাপারে কোন আলোচনা হলে পলাশদা সবার আগে ফ্লোর নিয়ে বলতে শুরু করে। তার ভাষায় ঐ একটি মাত্র মেয়ে শিখা, যাকে বিশ্বাস করা যায়।

বিশ্বাস করলেই কি হবে? বেকার বাউণ্ডুলে ছেলের সাথে শিখার বিয়ে হবে এটা কোন মূর্খও বিশ্বাস করবে না। বিয়ে তো দূরের কথা প্রেমের চিন্তাও করা যায় না। পলাশদকে শিখা শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করেছে পা ছুঁয়ে। পলাশদাও আশীর্বাদের ভঙ্গিতে মাথার ঠিক বারো ইঞ্চি উপরে ডান হাত রেখে শুভ কমনা করেছে।

এসময় গ্রামে হঠাৎ করেই একটা মেয়ে এলো আমেরিকা থেকে। পদ্মপাতার ন্যায় গায়ের রং। মুখখানা অবিকল মোমের তৈরি দেব-দেবীর মত কোমল। সারা শরীরে ঝলমল করছে স্বাস্থ্যের দীপ্তি। চাপা খসখসে গলায় কথা বলে আর খিক্‌খিক্ করে হাসে। ফাটা গলায় ইংরেজী বাংলায় কথা বলে পাড়ার ছেলেদের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে। ওর সাহসী চালচলন আর চোখের দৃষ্টির ঝিলিক দেখে। পলাশদাও প্রেমে পড়ে যায়।

ছেলেরা সবাই তাজ্জব বনে যায় পলাশদার কাণ্ড দেখে একটা বিদেশী মেয়েকে দেখে, তার সম্বন্ধে কিছু না জেনে এমন করে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া তাজ্জব তো হবেই। সংসার হিসেবী মানুষ পলাশদা, অথচ মেয়েটার পিছনে ঘুরতে গিয়ে খরচও কম করছেনা। প্যান্টপড়া তাও হাফপ্যান্ট পড়া মেয়ের হাত ধরে প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে হাঁটছে। পুকুর পাড়ে, নদীর ঘাটে, শিমুল তলায় বসে প্রেম করছে। নিমু ডাক্তার গ্রামের মুরুব্বি। তিনিও একদিন স্বচক্ষে এমন সব দৃশ্য দেখে ছি ছি করেছেন। অথচ নিমু কাকা পলাশদার ছোটবেলার শিক্ষক। মেয়েটির সাহস দেখে নিমু কাকার চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল। দিনের বেলায় এমন ঢলাঢলি! এটা কী আমেরিকা? রাগে, অপমানে, ঘৃণায় তার নাক-কানের ডগা লাল হয়ে ওঠেছিল। চোখ পাকিয়ে দশজনের সামনে বলেছিল, এই গৈ-গেরামে এমন প্রেমলীলা চোখে দেখতে হবে কোনদিন ভাবিনি। জানি, দিন বদল হচ্ছে, কিন্তু রুচিবোধ এমনটা বদলে যাবে তা ভাবলেও ঘেন্না হয়। এ অবস্থায় ছেলেরা দূর থেকে শুধু শুনেছে, নিমু কাকার সামনে যেতে সাহস পায়নি।

কিন্তু পলাশদার কোন পরিবর্তন নেই কথাটা শোনার পরেও। তার কথাবার্তায়, চালচলনে, পোষাকে, আচরণে পুরোটাই বদলে গেছে। এটা ছেলেরা কেউ মেনে নিতে পারছেনা। আগে ঘন্টার পর ঘন্টা স্কুলের মাঠে বসে আড্ডা দিত। আর এখন? কেবলই সময় নাই বলে কেটে পড়ে। এরই মধ্যে শহর থেকে এক চক্কর ঘুরে এসেছে দু'জনে। বিস্তর মার্কেটিংও করছে। দিনের বেলায়ও স্যুটের সঙ্গে ওয়েস্টকোট পড়া ভদ্রলোক সেজে ঘুরে বেড়ায়। কিছু জিজ্ঞেস করলে একটা প্রশ্নবোধক হাসি দিয়ে চলে যায়। পলাশদা এখন পিকনিকে নেই, নাটকে নেই, আড্ডায় নেই এমনকি কথা দিয়েও আসে না। সে এক অদৃশ্যমানব।

পাড়ার হোৎকা চেহারার হাবাগোবা মন্টি একদিন ছেলেদের আড্ডার মাঝখানে বসে গরম খবরটা চাউড় করল। অথচ এই ক্যাবলামার্কা ছেলেটা দলে কোন দিন সুযোগ পায়নি। পলাশদা বিয়ে করছেন অর্থাৎ ঐ ভিনদেশী মেমসাহেবের সঙ্গেই বিয়ে। মন্টি মেয়েটাকে ভিনদেশী মেম বলেছে কারণ পলাশদাই তাকে বলেছে। কথাটা কত পার্সেন্ট সত্য তা একমাত্র মন্টি আর বিধাতা ছাড়া কেউ জানে না। কারণ কোন মিথ্যে কথাকে সত্যি এবং বিশ্বাসযোগ্য করে বলার জুড়ি নেই মন্টির। হাবাগোবা বলে ওকে কেউ পাত্তা দেয়না। কিন্তু সে টায় টায় থাকে কে কি বলছে। আর তখনই ক্যাবলা হাসি দিয়ে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। তার পরমুহূর্তে জনসমক্ষে দক্ষ সাংবাদিকের মত সম্প্রচার করতে থাকে। গোপন তথ্য সংগ্রহ করা এবং সমাজে লিক করার মত দক্ষতা অন্য কারো নেই একমাত্র মন্টি ছাড়া।

পলাশদাও এহেন সুখবরটির সত্যতা স্বীকার করেছে। মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে তার প্রেমোপাখ্যানের বিস্তর বর্ণনা দিয়ে বলেছে, তার আর্লি ম্যারেজের কথা। দিনকাল ঠিক। কার্ড ছাপানের অপেক্ষা মাত্র। শহর থেকে আসবে প্রিন্স বেকারীর ত্রিতল মস্তবড় কেক যা প্রায় হাজার মানুষকে দেওয়া যাবে। আর্লি ম্যারেজ অর্থাৎ লিজার ভিসার মেয়াদ মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। ছুটির মেয়াদও শেষ। অতএব এই আর্জেন্ট বিয়ের ব্যবস্থা।

আমেরিকান স্টাইলে বিয়ে। তারপরও বাদ্য-বাজনা তো আছেই। ছেলেরা বায়না ধরেছিল পলাশদার বিয়ে হবে ঘোড়ায় চড়ে। সময় স্বল্পতার কারণে গ্রামাঞ্চলে ঘোড়া পাওয়া সম্ভব হয়নি। ধূমধারাক্কার মাঝে নিমু কাকার মনটাও নরম হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সে-ই পদকর্তা হয়ে গেল। আজ পলাশদার বাড়িতে নেমন্তন্ন তো কাল কন্যার বাড়িতে এনগেজমেন্ট। যুবকদের সাথে সেও এই বয়সে যুবক হয়ে গেল। বিস্তর হাটবাজার হলো। আয়োজন প্রায় দেড় হাজার মানুষের। বনেদি বংশের একমাত্র ছেলে। গায়ে এখনো পঞ্চাশ বিঘে জমি। বাজারে তিনটি দোকান ভাড়া দেওয়া আছে। অলংকারাদি সব লিজা নিজেই কিনেছে। সাজ পোষাক সবই বিদেশী স্টাইলে। দুইদিন আগে থেকেই নানা

আয়োজনের ভিডিওগ্রাফি চলছে। গরু, শুকর, মুরগি, মাছ, খাসি কোনটাই বাদ যায়নি। এনগেজমেন্ট করেছে একমণ মিষ্টি দিয়ে।

সবই সম্পন্ন যখন, ঠিক সেই মুহূর্তে অর্থাৎ বিয়ের দু'দিন আগে প্রথমে খবরটা চাউর করেছে মন্টি। তার বড়দা আমেরিকান দূতাবাসে চাকরি করে। সেখানে ফ্যাকস এসেছে লিজা অর্থাৎ এলিজা সাননিকোলাস আমেরিকাতে আরও দু'টি বিয়ে করেছিল। দু'জনকেই ছেড়ে বাংলার মাটিতে উড়ে এসেছে বিয়ে করতে। লিজা নিজেও একদিন বলেছিল, সে বাঙাল ছেলেকে বিয়ে করবে। অতএব এ বিয়ে হবে না, হতে পারে না। পলাশদা জেনেশুনে কি করে এমন দ্বিচারিণী মেয়েকে বিয়ে করবে?

পলাশদা নির্বাক, নিস্পন্দ, নিশ্চল। সে একটা জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট। হোক না থানা লেভেলের। খয়খরচা বাদই দিলাম, এলাকায় একটা প্রেস্টিজ আছে না? পলাশদা ভীষণ ঘাড়বাঁকা ছেলে অথচ তাকেও ভেড়া বানিয়ে দিল মেয়েটা। ছেলেরা তো পাড়লে মার দেয় মেয়েকে। কিন্তু পলাশদাই নিষেধ করেছে ছেলেদের। নিমু কাকা চরম ঘৃণায় থুতু ফেলে রাগত কণ্ঠে বলল, 'এজন্যই বিজ্ঞজনেরা বলেন, টাকার যেমন কোন জাত নেই, তেমনি মেয়েদেরও কোন জাত নেই। ওরা এক হাত হতে অন্য হাতে অনায়াসে চলে যেতে পারে।' পরে তিনি পলাশদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আসলে মানুষের জীবন চলে জীবনের পথে। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে এ তিনটি বিষয় স্বয়ং বিধাতার হাতে। এখানে মানুষের কোন হাত নেই। মানুষের জীবনে সবচেয়ে শক্ত কাজ হলো অন্য মানুষকে ঠিকমত না চেনা।"

নদী কখনো থেমে থাকে না, কেবলই চলমান। কিন্তু মানুষের জীবন একসময় থেমে যায়। জীবনের পালা-বদল মেনে নিতেই হবে। পলাশদার জীবনেও তাই ঘটল। লিজা চলে যাবার পর তার জীবনও থেমে গেল। বিয়ের অলংকারাদি, সাজপোষাক যা কেনা হয়েছিল সবই নিয়ে গেছে লিজা। শাস্ত্রের নীতি কথায় পলাশদা আর বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, "সৃষ্টির শুরুতে এই নারীজাতি প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। রক্তের সেই ধারাবাহিকতা এখনো বহমান রয়েছে।" এখন পলাশদা বড় একাকি হয়ে গেছে। মানুষের জীবনে একাকিত্ব খুব ভারি হয়ে চেপে বসে। পলাশদা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

এই ঘটনার বছর দুই পরে হঠাৎ এক কালী সন্ধ্যায় ছেলেরা যখন নন্তুর চা-দোকানের উল্টা দিকে মাঠে বসে আড্ডা মারছিল, ঠিক তখনই এলো সেই গরম খবর। সেই মন্টি তার গোদা গোদা ঠ্যাং দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাটে হাঁড়িটা ভাঙ্গলো। তাজ্জব! এসব গরম কেচ্ছা বাতাসের আগে মন্টি পায় কী করে?

গরম খবরটা এই, পলাশদা আবার বিয়ে করছে এবং বিয়ে করছে সেই অগ্নিশিখাকে। নিমু কাকার কানে যেতেই তিনি ছিঃ ছিঃ করে মাটিতে থুতু ফেললেন। বলে কী ছেলেটা! একবার ঠকেছে না জেনে, এবার তো নাকের ডগায়। অর্থাৎ শিখা নামের সেই সুরেলা মেয়েটি শহরে গিয়েছিল সুরের আগুন জ্বালাতে। নাম করা রেকর্ডিং কোম্পানীতে সিনেমার প্লেব্যাক করতে গিয়েছিল। তার সঙ্গীতগুরু বাবু শৈবাল মালাকার নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে দু'দিন অবস্থান করে তিনটি গানও রেকর্ড করা হয়েছে। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শিবসাগর মোহন্ত নিজে গান রেকর্ড করেছেন।

এর মাস তিনেক পরে জানা গেল অগ্নিশিখার পেটে আগুন জ্বলছে। অর্থাৎ সে অন্তঃসত্বা। গায়ে ছিঃ ছিঃ পড়ল। যুবতী মেয়েদের মায়েরা ভয়ে শিউরে ওঠলেন। একটা সোনার টুকরো মেয়ের এতবড় সর্বনাশ! যে মেয়েটি গান ধরলেই সুর ঝলমল করে উঠত এখন সে নীরব, বিমূঢ়। মনের ভেতর শূন্যতার তেপান্তর। মানুষের ধিক্কার, ঘৃণা সইতে না পেরে মেয়েটি নদীতে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল। ভাগ্যিস পলাশদা সেদিন শহর থেকে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটার সময় নদীর ঘাটে ছিলেন। ঘাটে তখন মাঝি আর পলাশদা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। কদম তলার মোড় পার হতেই ঝুপ করে একটা শব্দ শুনতে পায় পলাশদা। দৌঁড়ে নদীর পাড়ে গিয়ে দেখে একটা মেয়ে জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। পলাশদা ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটিকে তুলে আনে এবং কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে আসে। নানাভাবে চেষ্টার পর শিখার জ্ঞান ফিরে আসে। এর তিন-চারদিন পরে এক দুপুরে পুকুর ঘাটে পলাশদার সাথে শিখার দেখা। সেখানে দু'চার কথার পর শিখা বলেছিল, "কেন বাঁচব আমি? বেঁচে কি লাভ। সবাই আমাকে দেখে ছিঃছিঃ করছে। কে আমাকে বিয়ে করবে? তুমি করবে আমাকে বিয়ে? তবে কেন আমাকে মরতে দিলে না?" একথা বলেই অঝোরে কাঁদতে থাকে। পলাশদা দিলদরিয়া মানুষ। কেউ কিছু চাইলে না করতে পারে না। মনের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে কথাটা বের হয়ে গিয়েছিল।

-"হ্যাঁ শিখা, আমি তোমাকে বিয়ে করব। সত্যি বলছি, তোমার মাথায় হাত রেখে বলছি। আমি তোমাকে মরতে দেবো না।"

এই আকাশভাঙ্গা সংবাদে সবাই চমকে গিয়েছিল। নিমু কাকাও বলেছিল, ছেলেটা শেষ পর্যন্ত একটা কলংকিনী মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে! এই নিমুকাকাই বিয়ের দিন আবার সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, ধন্য ছেলে পলাশ, একটা অসহায় মেয়েকে উদ্ধার করল। একেই বলে, প্রেমে কলংক বলে কিছু নেই।

ঘটনা এখানেই সমাপ্ত। মহাধূমধামের সহিত পলাশদার বিয়ে হয়ে গেল। আনন্দ স্ফূর্তিও কম হলো না। সারা গায়ের মানুষ একবাক্যে স্বীকার করল। এমনটি যদি সবাই হতো তাহলে সমাজ আরও উন্নত হতো। প্রেমের চেয়ে ত্যাগ বড়।

অতঃপর পলাশ আর শিখা একটি পুত্র সন্তান নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতে লাগলো॥

ঢাকা খ্রীষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের
"৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনের" বিজ্ঞপ্তি

সুধী,

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, **ঢাকা খ্রীষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ** আসছে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার বিকাল ৩ টার সময় তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চ সংলগ্ন মাদার তেরেসা হল রুমে ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে, আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংঘের সদস্য পদ নবায়ন ও নতুন সদস্য পদ প্রদান করা হবে। আগ্রহী সকল ছাত্র-ছাত্রীকে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে সংঘের অফিস হতে (প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা হতে ৮টা পর্যন্ত) সদস্য ফরম সংগ্রহ ও জমা দেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। একই সাথে, সংঘের নির্ধারিত প্রতিনিধিদল ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সদস্য পদ নবায়ন ও নতুন সদস্য পদ প্রদানের কর্মসূচী সমন্বয় করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

শ্যামল হিলারিউস কস্তা
আহ্বায়ক

এলেক্স গ্রেসন পিনারু
সদস্য সচিব

জীবনের গল্প- ১৩

খোকন কোড়ায়া

হারাম রক্ত

উনিশশ' তিরানব্বই চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দের কথা। আমার প্রেস তখন তেজতুরিবাজারে। আমার প্রেসের পাশেই সাখাওয়াত (ছদ্ম নাম) সাহেবের প্লাস্টিক কারখানা। ভদ্রলোক খুবই ধর্মপরায়ণ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমাকে চা খাওয়ালেন। তারপর বললেন, আমি জানি আপনি খ্রিস্টীয়ান কিন্তু আপনি আমার প্রতিবেশি, তাই আমার উপর আপনার হক আছে। আমার অনেক ছাপার কাজ হয়। কিছু কিছু কাজ আমি আপনাকে দিতে চাই, যদি আপনার আপত্তি না থাকে। প্রতিবেশি! এটাতো আমাদের খ্রিস্ট ধর্মেরও মূল নীতিগুলির একটি, প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালোবাসবে।

এরপর থেকে আমি সাখাওয়াত সাহেবের প্রিন্টিংয়ের কাজ করি। তবে তিনি যতটা নীতিবান ততটাই কঠোর। কাজের বিল পরিশোধ করতে কখনো গরিমসি করেন না কিন্তু কাজ চান নিখুঁত, মানসম্পন্ন। কথার বরখেলাপ তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। সেই সময়টায় চাঁদাবাজদের দৌড়াত্ব ছিলো অসহনীয় পর্যায়ের। খুব কম ব্যবসায়ীই তখন চাঁদা না দিয়ে ব্যবসা করতে পেরেছেন। কিন্তু সাখাওয়াত সাহেবতো চাঁদা দিবেন না। তার কাছে চাঁদা নেয়া আর চাঁদা দেয়া দুটোই অপরাধ। তাই চাঁদাবাজরা ভীষণ ক্ষিপ্ত তার উপর।

নয়াবাজার গিয়েছিলাম কাগজ কিনতে। দুপুরে ফিরে এসে শুনি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। চাঁদাবাজরা সাখাওয়াত সাহেবকে গুলি করেছে। তিনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। দুদিন পর তাকে দেখতে গেলাম হাসপাতালে। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন এখন? বললেন, ভালো, এখন বিপদমুক্ত।

- গুলিটা কোথায় লেগেছিলো?
- যখন গুলি করে তখন আমি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই গুলিটা মাথায়, বুকে না লেগে কোমড়ে লেগেছিলো।
- শুনলাম অনেক ব্লিডিং হয়েছে!
- হ্যাঁ, প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে। তখনই হাসপাতালে নিয়ে আসায় বেঁচে গেছি।

আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি। সাখাওয়াত সাহেব বললেন, একদিকে ভালোই হয়েছে।

বললাম, কেমন?

- মনে হয় শরীরে কিছু হারাম রক্ত ছিলো, বেরিয়ে গেছে।
- বুঝলাম না।
- বুঝলেন না! হারাম টাকা, মানে অসৎভাবে উপার্জিত টাকায় তৈরী কিছু রক্ত হয়তো ছিলো শরীরে, সেটা বেরিয়ে গেছে।

আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো, বলে কি লোকটা!

এরপর থেকে আমার জীবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে, কোন দুর্যোগ নেমে এলে প্রথমেই ভাবি, আমি কি কোনভাবে দায়ী এর জন্য? আমার কোন ভুল, কোন পাপের জন্যই কি এমনটা ঘটলো?

অষ্টাদশ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জন পিটার কস্তা

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

গ্রাম : রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ. ঃ কালীগঞ্জ

জেলা : গাজীপুর

যদি থেকে থাকি আমি তোমাদের হৃদয়ে,
চোখের তারায়,
যদি জীবনের জটিল পথ চলতে চলতে,
সুখে-দুঃখে মনে পড়ে আমাকে
বলবো না মুছে ফেল
শুধু বলবো মনে রেখ, আমিও ছিলাম।

সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। প্রকৃতির অমোঘ বিধান, "জন্মিলে মরিতে হইবে"। দেখতে দেখতে ১৮টি বছর পার হয়ে গেল, তুমি চলে গেছ পরপারে, স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। তোমার স্নেহ-ভালবাসায় ধন্য আমরা। প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমার শূন্যতা। তোমার অমায়িক হাসি, সরলতা, সদালাপ, উদারতা, বন্ধু-বাৎসল্য, স্নেহপরায়ণতা, গভীর আন্তরিকতা ও হৃদয়গ্রাহী ভালবাসা আজও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয় নীরবে নিস্তব্ধতায়। তুমি ছিলে, আছ, থাকবে আমাদের ভালবাসা হয়ে, অন্ধকারে আলো হয়ে, সুদিন হয়ে প্রতিদিন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে–

স্ত্রী : লতিকা জার্লেট কস্তা

ছেলে ও ছেলে বউ : পলাশ ও লিজা কস্তা

মেয়ে : লিপি, নূপুর, ঝুমুর ও ঝুমা

মেয়ে জামাই : প্রদীপ, বিলাশ ও রিচার্ড

নাতি : স্ট্রীগ ও রিদম

নাতনী : স্ক্যাবি, স্ক্যালি, স্ক্যারি, লীথী, লরা, রায়না ও লিরিক।

বিজ্ঞ/৪৫/২২

যা আছে তাতেই সুখী হোন

জনি জেমস্ মুরমু সিএসসি

একবার এক সন্ন্যাসী একজন বিখ্যাত ও শক্তিশালী রাজার রাজধানী হয়ে তার গন্তব্য স্থানের দিকে যাত্রা করছিলেন। যেতে যেতে রাস্তার মাঝখানে তিনি একটি স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পেয়ে থামলেন ও তা তুলে নিলেন। সেই

সন্ন্যাসীটি তার সাধারণ জীবন-যাপন নিয়েই খুব সুখী ছিলেন। তাই সেই স্বর্ণমুদ্রাটি তার প্রয়োজন ছিলনা। এজন্য তিনি পরিকল্পনা করলেন যে, যার অনেক অভাব রয়েছে তাকে খুঁজে বের করে তিনি এই স্বর্ণমুদ্রাটি দিয়ে দেবেন। সারাদিন ধরে তিনি রাস্তায় অনেক খোঁজ করেও কোনো অভাবী মানুষকে খুঁজে না পেয়ে সেই রাতটি এক পান্থশালায় কাটালেন। পরদিন তিনি জেগে উঠে আবার যখন অভাবী মানুষের খোঁজে বের হলেন তখন তিনি সেই রাজ্যের রাজাকে দেখলেন তার সকল সৈন্যসামন্ত নিয়ে অন্য রাজ্য জয়ের জন্য রওনা হচ্ছেন। পথিমধ্যে সন্ন্যাসীকে দেখে রাজা সবাইকে থামতে হুকুম দিলেন এবং রাজা সন্ন্যাসীর সামনে এসে তার আশীর্বাদ চাইলেন যেন তিনি অন্য রাজ্য জয় করে তার রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে পারেন। তা শুনে সন্ন্যাসীটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে সেই স্বর্ণমুদ্রাটি বের করে রাজাকে দিয়ে দিলেন। রাজা তাতে অনেক হতাশ ও বিরক্ত হলেন, কারণ তার তো এমনিতেই অনেক সম্পদ। তাই এই একটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা তার কি কাজেই বা আসতে পারে। তাই তিনি কৌতুহলী হয়ে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই স্বর্ণমুদ্রাটির অর্থ কি?"

সন্ন্যাসীটি তখন উত্তরে বললেন, "রাজা মহাশয়, গতকাল আমি আপনার রাজধানীর মধ্যদিয়ে হেঁটে যাবার সময় এই স্বর্ণমুদ্রাটি পেয়েছি। কিন্তু আমার এই মুদ্রাটির প্রয়োজন না থাকায় কোনো একজন অভাবী মানুষকে দেবার জন্য খোঁজ করছি। গতকাল সারাদিন ধরে খুঁজেও আমি আপনার রাজ্যে কোনো অভাবী মানুষকে খুঁজে পেলাম না। দেখলাম আপনার রাজ্যে সবাই অনেক সুখী জীবন-যাপন করছে। যার যতটুকু আছে তাতেই তারা সন্তুষ্ট। তাই এই মুদ্রাটি দেবার মত কাউকে খুঁজে পাইনি। কিন্তু আজ এই রাজ্যের রাজার মধ্যে দেখলাম আরো অনেক বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং তার যতটুকু আছে তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন। তাই আমার মনে হল আপনার এই স্বর্ণমুদ্রাটি প্রয়োজন। রাজা তখন তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং রাজ্য জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন।

শিক্ষা: আমাদের যতটুকু আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে শিখতে হবে। আমরা সবাই শুধু চাই এবং যা আছে এর থেকেও ভালো কিছু চাই। এভাবে আমাদের যা আছে সেগুলো ব্যবহারের আনন্দ থেকে নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করি। এমন অনেক মানুষ আছে আমাদের যা আছে তাদের তা নেই এবং আমাদের যা আছে তাদের এর থেকেও অনেক বেশি আছে। তাই কোনো কিছুর সাথে তুলনা না করে নিজের যতটুকু আছে তা নিয়েই সুখী ও সার্থক জীবন-যাপন করাই অধিকতর শ্রেয়॥

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৪র্থ শ্রেণি
হলিক্রস স্কুল

আলোর পথ দেখাও মাগো

যিশু বাউল

অমল ধবল নিবিড়
সৌন্দর্যের আলোক শোভায়,
তুমি মা লূর্দের রাণী
আলোর পথ দেখাও।

নিরাময় আর আরোগ্য
লাভের দৃঢ় প্রত্যাশায়,
এসেছি মা তোমার নিকট
সুস্থ হবার একান্ত প্রার্থনায়।

তমসা আর মন্দতা নাশে
মন-পরিবর্তনের দীপ্ত আশায়,
সঁপেছি মা সকল প্রার্থনা স্তুতি
হতে শুদ্ধ সুন্দর উদিত রবি।

দেখাও পথ, জ্বালাও আশা
ভগ্ন হৃদয়মন্দিরে,
তোমারা চরণে প্রার্থনা মাগো
নিরাময় লাভে অমল সুন্দর জীবনের।

সপ্তাহের আলোচিত সংবাদ

দুটি বিশ্বরেকর্ড ভেঙ্গে গিনেস বুকে নাম উঠল স্কুলছাত্র নাফিসের

হাতের স্পর্শ ছাড়াই কলা খাওয়া ও দ্রুততম সময়ে ১০টি মাস্ক পরে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের গিনেস বুক ওয়ার্ল্ডে রেকর্ড গড়ে এবার গিনেস বুক ওয়ার্ল্ডে নাম লিখাতে সক্ষম হয়েছেন সৈয়দপুরের নাফিস ইসতে তৌফিক ওরফে অন্তু। নাফিস সৈয়দপুরের ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। তার এই অর্জনে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক, সহপাঠী ও অভিভাবক বেজায় খুশি। নাফিস যুক্তরাষ্ট্রের জজ পিলের ৭ দশমিক ৩৫ সেকেন্ডের রেকর্ড ভেঙ্গে মাত্র সাত দশমিক ১৬ সেকেন্ডে পরিধান করে সার্জিক্যাল মাস্ক তাছাড়া হাতের ব্যবহার ছাড়াই মুখ দিয়ে কলা ছিলে ৩০ দশমিক ৭ সেকেন্ডে তা খেয়ে কানাডার মাইক জ্যাকের ৩৭ দশমিক ৭ সেকেন্ডের রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। তার এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গিনেস বুক ওয়ার্ল্ড কর্তৃপক্ষ গত বছর (২০২১) বিশ্ব রেকর্ডের সনদ দিয়েছে নাফিসকে। সকলে জানায় ছোট থেকে যন্ত্রপাতির প্রতি নাফিসের আগ্রহ ছিল প্রবল। সে তার টিফিনের টাকা জমিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। এছাড়াও নাফিস স্টেপলারের পিন দিয়ে সবচেয়ে দীর্ঘ চেইন বানিয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করতে চেয়েছিল কিন্তু করোনার জন্য সেটি করতে পারেনি।

শিশুদের জন্য করোনা টিকার অনুমোদন দিয়েছে ব্রিটেন

৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের জন্য করোনা টিকার অনুমোদন দিয়েছে ব্রিটেন। তবে শুধু যেসব শিশু কোভিডের সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে তাদেরই এই টিকা দেয়া হবে। দেশটির ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস রবিবার এই ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে বিশ্বব্যাপী করোনা আক্রান্ত ৩৭ কোটি ৪০ লাখ ৭৯ হাজার ৭৯২ জন। মৃত্যু হয়েছে ৫৬ লাখ ৭৮ হাজার ২৩৩ জনের। মোট সুস্থ হয়েছে ২৯ কোটি ৫৪ লাখ ৫১ হাজার ৩৬১ জন। খবর ডেইলি মেইল, আলজাজিরা ও ওয়ার্ল্ডোমিটার। খবরে বলা হয়েছে ৫-১১ বছর বয়সীদের জন্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেয়ায় অনেক দেশ থেকে পিছনে রয়েছে ব্রিটেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইস্রায়েল ইতোমধ্যে এ বয়সের শিশুদের টিকা দিচ্ছে। তবে যেসব শিশুর শারীরিক অবস্থার কারণে কোভিডে গুরুতর আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে তাদের এখন থেকে টিকা দিবে ব্রিটেন। ব্রিটিশ টিকামন্ত্রী ম্যাগি থ্রুপ বলেন, আমি বাবা-মায়েদের আশ্বস্ত করে বলতে চাই যে, নিরাপত্তা, মান ও কার্যকারিতা নিশ্চিত না করে আমরা শিশুদের জন্য নতুন কোন ভ্যাকসিন অনুমোদন দেব না। শিশুদের ফাইজার-বায়োএনটেকের ১০ মাইক্রোগ্রামের দুটি ডোজ দেয়া হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ জানুয়ারি ২০২২

ওমিক্রন মোকাবেলায় সরকারের জোর প্রস্তুতি

মহামারি যেভাবে মোকাবেলা করেছি, করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট এবারও পারব। করোনার ওমিক্রন মোকাবেলায় সরকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আবার জোরেশোরে প্রস্তুতি নিয়মনীতি ও শর্তপালনের পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। ছোট থেকে বড় সব ধরনের সংক্রমণরোধে বিধিনিষেধ আরোপ এবং টিকার দ্বিতীয় ডোজ এবং বুস্টারডোজ দেয়া হচ্ছে। প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ও জীবনযাত্রার বিতরণেও বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে সরকার। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে নিয়মনীতি ও শর্তপালন করে ছোট থেকে বড় সব ধারনের ব্যবসায়ী ও উদ্যোগক্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত প্রণোদনার অর্থ পাবেন। বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয় আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে ৯ অক্টোবর নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সপ্তম 'ইন্টারন্যাশনাল হর্টিকালচার এক্সিভিশন এক্সপো ২০২২- এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন নির্মাণ কাজের ক্রয় প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি। শরীয়তপুরের জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্পের প্যাকেজের নির্মাণ কাজের ভ্যারিয়েশন বাবদ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় বৃদ্ধির ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়াও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শরীয়তপুর জজিরা নওডোবা প্রকল্পের পূর্তকাজ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত ৭৬৮২০৭০০ টাকা ব্যায় বৃদ্ধির ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়। অর্থমন্ত্রী বলেন সব সময় আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বিস্তৃত হচ্ছে; এই সংক্রমনের মধ্যে মূল্যস্ফীতিও বাড়ছে তাই তিনি জানান গ্রাম বিদ্যুতের আর দাম বাড়ানো হয়নি।

৪০ বছরের উপরে বুস্টার, ১২ পার হলেই টিকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন; প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সব মানুষকে টিকা দেয়ার কথা বলেছিলেন আমরা সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই ৯ কোটি ৭০ লাখ মানুষকে ১ম ডোজ এবং সাড়ে ৬ কোটি মানুষকে ২য় ডোজ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বস্তিতে গিয়ে এবং স্কুল কলেজে গিয়েও শিক্ষার্থীদের টিকা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এখন জনসন টিকা আসার কারণে ভ্রাম্যমান মানুষদের জনসন টিকা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে কেননা এটি ১ম ডোজের পরে আর দরকার হয় না। অন্যদিকে রবিবার সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, এখন থেকে ৪০ বছরের উর্ধ্বে সকলে বুস্টার ডোজ গ্রহণ করতে পারবে এবং ১২ বছরের উর্ধ্বে সকল ছাত্র-ছাত্রীরাও টিকা পাবে। এছাড়া টিকার বয়সসীমা পাঁচ বছর করার ব্যাপারেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে আলাপ চলছে বলে তিনি জানান। সরকার এ পর্যন্ত ১৭ কোটি ডোজ টিকা দেশের মানুষকে দিয়েছে এবং এখনও সরকারের কাছে প্রায় ৯ কোটি ডোজ টিকা আছে।

৩১ জানুয়ারি ২০২২, দৈনিক জনকণ্ঠ

জনশক্তি রফতানিতে রেকর্ড

জনশক্তি রফতানিতে সুদিন ফিরেছে। পণ্য রফতানির মতো জনশক্তি রফতানির পালেও হাওয়া লেগেছে। করোনা মহামারির মধ্যে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গত ডিসেম্বর মাসে ১ লাখ ৩১ হাজার ৩১৬ জন কাজ নিয়ে বিভিন্ন দেশে গেছেন। যার মধ্যে ১১ হাজার ৫৬৪ জন নারী। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনই এক মাসে এত বেশি জনশক্তি রফতানি হয়নি। এর আগে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চে ১ লাখের কিছু বেশি কর্মী বিদেশে গিয়েছিলেন। তবে নতুন করে শ্রমবাজার না খুললেও পুরনো বাজার থেকেই চাহিদা বাড়ছে। শীঘ্রই মালয়েশিয়ায় লোক পাঠানো শুরু হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিকে জনশক্তি রফতানি বাড়তে থাকায় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সেও গতি ফিরেছে। গত জানুয়ারি মাসে ১৭০ কোটি ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা ডিসেম্বরের তুলনায় ৮ কোটি ডলার বেশি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দুই বছরের মহামারির ধাক্কা সামলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় চাঙ্গা হচ্ছে মধ্যপাচ্যের অর্থনীতি। সব মিলিয়ে তাদের কাজের লোকের চাহিদা বেড়েছে। তাই বাড়ছে জনশক্তি রফতানি। এ কারণে আগামী দিনগুলোতে দেশে রেমিটেন্সের পরিমাণও বাড়বে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা॥

করোনা পরিস্থিতির আপডেট

তারিখ	২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা	২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত	আক্রান্তের হার	২৪ ঘন্টায় মৃত্যু	২৪ ঘন্টায় সুস্থ
২৯/০১/২০২২	৩৩৩৭৩	১০৩৭৮	৩১.১০	২১	১১০৯
৩০/০১/২০২২	৪৩০০৬	১২১৮৩	২৮.৩৩	৩৪	২১৬৭
৩১/০১/২০২২	৪৫৩৫৮	১৩৫০১	২৯.৭৭	৩১	২৫৬৮
০১/০২/২০২২	৪৫০৯৩	১৩১৫৪	২৯.১৭	৩১	২৭২১

কারিতাস বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ে 'সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন'

কার্লো তপন সরকার ২৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার কারিতাস বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয় মিলনায়তনে **"কারিতাস বাংলাদেশের 'সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের শুভ উদ্বোধন'** অনুষ্ঠিত হয়। যার মূলসুর "কারিতাস বাংলাদেশ: ভালবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা"। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কে এম তারিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এবং তার সহধর্মিনী জনাবা লাবনী ইসলাম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন **জনাব বাহাদুর রইচুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা;** যোয়াকিম গমেজ, পরিচালক-অর্থ ও প্রশাসন, কারিতাস বাংলাদেশ, ঢাকা; জনাব মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী নানা ভাই, সিনিয়র সহ-সভাপতি, জেলা আওয়ামী লীগ, বরিশাল; জনাব মহিউদ্দিন মানিক, বীর প্রতীক; জনাব এএইচ তৌফিক আহম্মেদ, হেড অব জোন, ইউনিসেফ, বরিশাল; চেয়ারম্যান, এডাব; ম্যানেজার, সেভ দ্যা চিলড্রেন; কারিতাস আরপিইসি সদস্যবৃন্দ।

এছাড়াও বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিতগণ; প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ; ওয়ার্ড কাউন্সিলর ১২ নং ওয়ার্ড, বিসিসি; রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব; মুক্তিযোদ্ধা; সাংবাদিকবৃন্দ; কারিতাস কর্তৃক গঠিত জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ; কারিতাসের বর্তমান ও প্রাক্তণ কর্মীবৃন্দ; ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ; ডাইওসিসের যুব প্রতিনিধি; স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিগণ, স্থানীয় ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি জনাব কেএম তারিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, 'কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান' সফল ও সার্থক হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং একই সাথে কারিতাস বাংলাদেশের ভালবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলার সকল কারিতাস কর্মীবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল অতিথিদের সঙ্গীত, নৃত্য ও ফুল দিয়ে বরণ, জাতীয় ও কারিতাস পতাকা উত্তোলন, জাতীয় ও কারিতাস সংগীত পরিবেশন, বেলুনসহ ফেস্টুন উড়ানো ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো, ফটো গ্যালারী, কারিতাস লগো উন্মোচন ও কারিতাস কার্যক্রমের উপর উপস্থাপিত স্টল পরিদর্শন ও জুবিলী বৃক্ষ রোপণ॥

খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় ৪৬তম বার্ষিক পালকীয় সভা

ফাদার নরেন জে বৈদ্য বিগত ১৯-২১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে যশোর ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অডিটোরিয়াম কক্ষে "মিলন সমাজ গঠন ও মঙ্গলবাণী প্রচার" শীর্ষক মূলসুরের উপর খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় ৪৬তম বার্ষিক পালকীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১২১ জন। ২০ জানুয়ারি খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে স্বাগত বক্তব্য, বরণ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান, বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগীর উদ্বোধনী ভাষণ উপস্থাপন, অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় প্রদান, ২০২০ খ্রিস্টাব্দের পালকীয় সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। এরপর "মিলন সমাজ গঠন" শিরোনামে বক্তব্য উপস্থাপন করেন দাউদ জীবন দাস।

বিকেলের অধিবেশনে "মঙ্গলবাণী প্রচার" শীর্ষক মূলসুরের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন ফাদার যোসেফ নরেন বৈদ্য। অতঃপর মূলসুর ও বক্তব্য উপস্থাপনের উপর, সিনোডাল মণ্ডলী "এক সাথে পথ চলে" প্রেরণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে, মঙ্গলবাণী ঘোষণায় আমরা কিভাবে মিলন সমাজ গঠনের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি? এই ২টি প্রশ্নের আলোকে ৫টি দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

২১ জানুয়ারি, ২য় দিনও শুরু হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। অতঃপর ২০২০ খ্রিস্টাব্দের পালকীয় সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের উপর ৩টি প্রশ্নের আলোকে ধর্মপল্লীভিত্তিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। **ক:** প্রৈরিতিক মণ্ডলী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ব্যক্তি

ও পরিবার পর্যায়ে মঙ্গলবাণী প্রচারে ধর্মপল্লী কি কি বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা তুলে ধরুন। **খ:** স্বনির্ভর স্থানীয় মণ্ডলী গঠনের লক্ষ্যে কিভাবে ধর্মপল্লীতে পালকীয় পরিষদ ও অর্থনৈতিক কমিটি গঠন করা হয়েছে তার প্রতিবেদন তুলে ধরুন। **গ:** ধর্মপল্লীর কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রগুলোতে ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম গতিশীল করতে কি কি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ধর্মপল্লীভিত্তিক প্রতিবেদনের উপর মুক্ত আলোচনার পর প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ও উপস্থাপক ছিলেন 'মিলন সমাজ গঠনে পরিবারের ভূমিকা'- গাব্রিয়েল বিশ্বাস, 'মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মিলন ও বাণী প্রচার'- আলবিনো নাথ।

বিকালের অধিবেশনে ধর্মপ্রদেশীয় বিভিন্ন কমিশনসমূহ তথা- উপাসনা, শিক্ষা, পরিবার ও জীবন পরিষদ, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তমাণ্ডলিক সংলাপ, স্বাস্থ্য সেবা, ভক্তসাধরণ, যুব, ন্যায্যতা ও শান্তি, যাজক ও ব্রতধারিণী, যোগাযোগ কমিশন প্রতিবেদন পেশ করেন। উপস্থিত সকল সদস্য সদস্যাদের অভিমত ও মতামতের উপর ভিত্তি করে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের জন্য ৩টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। **ক:** মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কাজের মাধ্যমে একটি সিনোডাল মণ্ডলী গঠনের জন্য পরিবার, ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। **খ:** পরিবারে পালকীয় যত্ন জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। **গ:** প্রত্যেক ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম আরো গতিশীল করা হোক। পরিশেষে সভাপতি মহোদয়ের সমাপনী ভাষণ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, প্রার্থনা ও আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে ৪৬তম বার্ষিক পালকীয় সভার সমাপ্তি ঘটে॥

রমনা ক্যাথিড্রালে বড়দিন পুনর্মিলনী ও জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও ⊡ বিগত ১১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ মঙ্গলবার রমনা ক্যাথিড্রালে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বড়দিন পুনর্মিলনী ও কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি- এর যাজকীয় জীবনের ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজের যাজকীয় জীবনের ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। বিকেল ৩:৩০ মিনিটে টিফিনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। বিকেল ৪:১৫ মিনিটে সহভাগিতা অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা প্রদান করেন এবং তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এরপর ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ যাজকীয় জীবনের ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর যাজকীয় এবং পালকীয় জীবনের আনন্দ, অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। ফাদার খোকনের সহভাগিতার পর ব্রাদার প্রদীপ লুইস রোজারিও এবং সিস্টার মেরী সুধা এসএমআরএ বিগত বছরের বড়দিনের অভিজ্ঞতা সকলের সাথে সহভাগিতা করেন। অতপর জুবিলী উদ্‌যাপনকারী কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন এবং ব্যক্তিগত ও পালকীয় জীবনের আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ এবং অভিজ্ঞতা খ্রিস্টযাগের উপদেশে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পর যাজকীয় জীবনের ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনকারী কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি-কে, যাজকীয় জীবনের ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজে, কালীগঞ্জ উপজেলার নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শর্মিলা রোজারিও, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও ও যুগ্ম সচিব সেবাষ্টিয়ান রেমাকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মহাধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সেই সাথে নব অভিষিক্ত ফাদার জুয়েল কস্তা, ফাদার সাগর ক্রুজ এবং ফাদার তিয়াস গমেজকেও ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। নতুন ফাদারদের পক্ষ থেকে ফাদার সাগর ক্রুজ অনুভূতি ব্যক্ত করেন। পরিশেষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই যাজকীয় জীবনের ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনকারী কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি ও যাজকীয় জীবনের ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজেকে বিশস্ততার সহিত অতি সুন্দরভাবে যাজকীয় সেবা কাজের জন্য শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাদের কাজের প্রশংসা করেন ও শুভ কামনা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। এরপর জুবিলী এবং বড়দিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়। শুভেচ্ছা প্রদান পর্ব শেষ হবার পর বড়দিনের কীর্তন করা হয় ও রাতের আহার গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার, জুবিলী পালনকারী কার্ডিনাল এবং ফাদারের পরিবারের প্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। রাত ৮:১০ মিনিটে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়॥

পাগাড় প্রভু যিশুর ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস পালন

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা ⊡ গত ৩০ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার পাগাড় প্রভু যিশুর ধর্মপল্লীতে পালন করা হয় বিশ্ব শিশুমঙ্গল রবিবার। এদিন সকাল ৯টায় শিশুদের জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। তিনি তার উপদেশে বলেন, শিশুরা হলো আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, এজন্য তাদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলতে হবে। তারা যেন সঠিক শিক্ষা পায় ও খ্রিস্টীয় পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি শিশুদের উদ্দেশে আরও বলেন, তারা যেন বাবা মার বাধ্য থাকে, ভাল মত পড়াশোনা করে এবং নিয়মিত গির্জায় আসে এবং পরিবারে প্রতিদিন রোজারিমালা প্রার্থনা করে। খ্রিস্টযাগের পরেই শিশুদের নিয়ে পবিত্র আরাধনা করা হয়। প্রতিটি শিশুই এতে যোগদান করে এবং তাদের সকল চাওয়া পাওয়া ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরে। আরাধনার সময় ৫ জন ক'রে ছোট দলে শিশুরা সাক্রামেন্তের সামনে গিয়ে হাঁটু দিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করে। আরাধনার পর টিফিনের মধ্যদিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য যে, এতে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় ৫০জন শিশু, ১ জন ফাদার, ১ জন সেমিনারীয়ান, সিস্টার মেরী মল্লিকা এসএমআরএ, শিশু এনিমেটরগণ এবং শিশুদের পিতামাতাগণ অংশগ্রহণ করেন। পাল-পুরোহিত ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। শিশুদের জন্য এ ধরনের বিশেষ খ্রিস্টযাগ ও আরাধনা প্রতিমাসের শেষ রবিবারে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়॥

মহাপ্রয়াণের ত্রয়োদশ বছর

মঞ্জু রোজমেরী গমেজ

জন্ম : ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী মিশন

তেরোটি বছর হলো সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে তুমি স্বর্গস্থ পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। এ সুন্দরতম পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-বেদনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্বর্গের দিকে, যেখানে প্রতিটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, প্রার্থনাস্থল। মনে হয় এইতো তুমি আছ আমাদের সবার অন্তর জুড়ে, হৃদয়মন্দিরে। তোমাকে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? তুমি যে রেখে গেছ সুন্দর করে সাজিয়ে ঘরের আসবাবপত্র, থরে থরে রাখা কাপড়গুলো, রান্নাঘরের বাসন-কোসন তোমারই স্নেহমাখা সুখ-স্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরম পিতার কাছে আমাদের একান্ত আবেদন - 'দাও প্রভু, দাও তাকে অনন্ত শান্তি'। আমাদেরও আশীর্বাদ করো আমরা যেন সবাই এ পৃথিবীতে পবিত্র জীবনযাপন করে তোমার পথে পরম রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই শোকার্ত প্রিয়জন,

স্বামী : জ্যোতি গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : মানিক-সারা
নাতিন : এভারলি গমেজ
জামাই ও মেয়ে : অসীম ও মুক্তা গমেজ, বিভাস ও হীরা গমেজ
জামাই ও ভাইজি : সুবাস ও নিতা গমেজ
নাতনী (মেয়ের পক্ষে) : জেনিফার, মাথিল্ডা
নাতি ও নাতনী (ভাইজির পক্ষে) : শুভ্র, সাইনী ও শুভন
বোন : সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ

বিজ্ঞ/৪০/২০২২

সপ্তম প্রয়াণ দিবস

অরুণ ফ্রান্সিস রোজারিও

জন্ম: ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
বোয়ালী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

সেদিন তোমাকে আবারও স্বপ্নে দেখলাম। তুমি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছো। আবার সবার জীবন আনন্দে ভরে উঠেছে। প্রাণ ফিরে পেয়েছে পথ চলার। স্বপ্ন ভাঙ্গে বাস্তবতায়। আবারও সেই পুরনো দীর্ঘশ্বাস ...

আজ তোমার সপ্তম প্রয়াণ দিবসে তোমাকে আমরা প্রতিটি মুহূর্ত মনে করি গভীর মমতায়। ওপারে ভালো থেকো তুমি আর আমাদের জন্য পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করো যেন তিনি আমাদের যেকোনো প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার শক্তি দান করেন।

সহেনা যাতনা
দিবস গণিয়া
গণিয়া বিরলে...

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
স্ত্রী - ফিলোমিনা রোজারিও
ছেলে - উজ্জ্বল, সজল, প্রাঞ্জল
ছেলে বউ - পুষ্প, নাবিলা
মেয়ে - সুমি | মেয়ে জামাই - রকি
নাতি - গ্রেইস | নাতনি - অহনা ও
আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন

বিজ্ঞ/৩৯/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 05
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৫
Regd. No. DA-33
❖ 6 - 12 February, 2022, ২৩ - ২৯ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্মৃতিতে একটি বছর

"মাকে মনে পরে আমার মাকে মনে পরে"

মাগো দেখতে দেখতে একটি বছর পূর্ণ হলো তোমার চলে যাওয়া। মা তুমি আমাদের মাঝে নেই, অথচ মনে হয় এইতো সেদিন তুমি আমাদের মাঝে ছিলে। তোমার সেই কণ্ঠ, শাসন করার ধরন, ডাক এবং বটবৃক্ষের মতো তোমার উপস্থিতি এখনও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দিয়ে যায়। তবুও বাস্তবতা আমাদের বলে দেয় তুমি আমাদের মাঝে নেই, আছো স্বর্গীয় পিতার সান্নিধ্যে। মা, তুমি ও বাবা স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো, আমরা যেন সকলে তোমার যোগ্য উত্তরসূরী হতে পারি এবং খ্রিস্টীয় ভালবাসায় মিলে মিশে জীবন-যাপন করতে পারি। প্রভু তোমাকে অনন্ত জীবন দান করুন।

প্রয়াত জসিন্তা কোড়াইয়া
জন্ম: ২৪ জুলাই ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
রাজাসন, ধরেন্ডা মিশন, সাভার

তোমার আদরের –

ছেলে- ছেলে বৌ : অসীম-সুমা
মেয়ে- মেয়ে জামাই : সীমা-শ্যামল
নাতি-নাতিন : সমুদ্র, ঝিনুক, শুভ্র, সম্পা ও শ্রাবন্তী

বিজ্ঞ/৪১/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2021-2022/566 Date: 31st January, 2022

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic and self-motivated professional for the smooth operation of its new venture Livestock Program.

Position: Livestock Officer

Key Job Responsibilities:

- Facilitate the Livestock program planning.
- Facilitate necessary training for the members who are involved in Livestock Program.
- Keep strategic network & collaborative relations with Upazilla Livestock and concerned departments.
- Keep collaborative network with universities and relevant sectors.
- Provide necessary advice to farmers at grass root level.
- Link the learning for bigger loan investment in the sector.
- Closely work with the Manager of Credit Operation Department, Loan Investigation & Recovery Department and Marketing Department.

Educational Requirements:

- B.Sc. in Animal Husbandry from any recognized University.

Additional Requirements:

- Age maximum 40 years
- Minimum 03 years experiences in this specific job
- Frequent travel to strategic working location of the CCCUL
- Good command in Bangla and English Project Proposal writing
- Excellent proficiency in MS-Word, Excel and MS-Project
- Work well in team-oriented environment and have good people's skill

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Workstation: The CCCUL, Head Office and frequent visit to strategic working locations
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy
Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by **14th February, 2022.**

The position applied for should be written on top right corner of envelop.

The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215
Tel: 9123764, 9139901-2

বিজ্ঞ/৪৩/২০২২

এ্যালেন তমাল মণ্ডল
জন্ম: ২২ আগস্ট ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

'শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ।'

দেখতে দেখতে চলে গেল ১টি বছর তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ না ফেরার দেশে। আত্মীয়-পরিজন আমরা সবাই তোমার শোকে কাতর আমরা। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর।

পরিবারের পক্ষে —
বাবা-মা : টমাস ও সিলভিয়া
দাদা বৌদি : তীমন ও সামান্থা
কাকা : ফাদার আন্তনী মুকুল মণ্ডল
১৩৬ মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

"মায়ের চিঠি"

- সিলভিয়া বাড়ৈ

স্নেহের বাবা তমাল
শুনতে কি পাও প্রিয়জনদের আহাজারি!
কোথায় আছো তুমি বাবা
আমরা কি তোমায় ভুলে যেতে পারি?

তোর চোখে কেন জল বাপ্
চেয়ে দেখ তোর মা নির্বাক-
বুকে পাথর চেপে বেঁচে আছি আজও
অভাগা মাকে তুই করে দিস মাফ।

ভেবেছিস আমার গলার স্বরটা বুঝি গেছে ধরে
না বাবা গলার মধ্যে একটু কেমন যেন করে!

আজ ১২ ফেব্রুয়ারি-
তুই চলে যাওয়ার হলো একটি বছর পার
জীবদ্দশায় এ কষ্ট লাঘব হবে না আর!

প্রতিদিন কাঁদি- তবু এ কান্নার নেই কোনো বিরাম
করবো না আদর, তোকে পাবো না কাছে
বয়ে চলে দুঃখ অবিরাম.....!

পরন্ত বেলায় কাকে ডেকে বলবো-আয় বাপ ঘরে আয়
এ জীবনে যে দিন গেছে আসবে না তা আর এ ধরায়।
কি করে ভুলি বল, তোর হাসি মাখা মুখে 'মা' বলে ডাক্
কোনো মা-ই চায় না যে, মায়ের আগে সন্তান চলে যাক!

তোর বিয়োগ ব্যথার অনলে পুড়ে হৃদয়টা হচ্ছে ছাই
কি দিয়ে বল নাড়িছেঁড়া ধন, মায়ের মনকে বুঝাই?

পিতৃ ছায়ায় ছিলি তোরা অতি আদরে
সন্তান হারানোর জ্বালায় হৃদয় শুধু পোড়ে;
ছিলি তোরা জোড়া দুটি ভাই- তুই গেলি চলে
ভাই হারালো যে ভাই, পাবেনা সে কোনো কালে।

অতি আদরে প্রভু তোকে অকালে নিলেন তুলে
দুঃখ করিস না বাবা, আমরা যাবো না তোকে ভুলে!
ধরায় হরেক রকম লক্ষ ফুলের বাগান
প্রভুর প্রয়োজনে তিনি সেরাটাই তুলে নেন।

তোমার কোলে পুত্র আমার দিলাম সমর্পণ
ওপারে গিয়ে প্রভু পাই যেন তার দর্শন!
দুঃখিনী মা বাবার এই একটাই আশা
অনন্তধামে প্রভুর কাছে ভালো থাকিস বাবা!

(১২/২/২০২২)

বিজ্ঞা/৪২/২০২২